CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-322 ■ 30 August, 2024 ■ আগরতলা ৩০ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ১৩ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বন্যা কবলিত রাজ্যের দুই জেলা পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, বিলোনীয়া, ২৯ আগস্ট: ভয়াবহ বন্যায় প্লাবিত হয়েছে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় দল (আইএমসিটি) রাজ্যে ১৯-২৩ আগস্ট সপ্তাহব্যাপী বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন শুরু করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বিসি যোশীর নেতৃত্বেআইএমসিটি - র ছয় সদস্যের দল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বন্যা কবলিত দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া, সোনামুড়া, উদয়পুর, ডুম্বুর, খোয়াইয়ের মতো বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন শুরু করেছেন।

উল্লেখ্য, সরকারী বিবৃতি অনুসারে রাজ্যে বন্যার জেরে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি উভয় সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি। এদিকে, বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার একটি বিবৃতিতে রাজ্যটিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রভাবিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বি সি যোশীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় দলটি আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অধীনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বিলোনিয়া মহকুমা সফর করেছেন।

এদিকে অর্থ মন্ত্রকের ডেপুটি ডাইরেক্টর মহেশ কুমারের নেতৃত্বে অপর দলটি গোমতি জেলা পরিদর্শন করেন এবং গোমতী নদীর উপর পুরানো সুভাষ সেতুর উভয় পাশে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সহ মহারানী ব্যারেজ এলাকা, বিলুপ্ত এলআই সেচ প্রকল্প, হীরাপুরে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত, আগরতলা-উদয়পুর জাতীয় সড়কের গান্ধারী এলাকা পরিদর্শন করেন। গোমতী জেলায়, দলের সাথে জয়ন্ত ভট্টাচার্য এবং বি.বি. দাস, উভয় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাজ্য দুর্যোগে ব্যবস্থাপনা প্রকল্প কর্মকর্তা শরৎ কুমার দাস এবং অন্যান্য জেলা আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তারা দক্ষিণ জেলার নিকটবর্তী কাকরাবন ও যতনবাড়ি, ডুম্বুর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাও পরিদর্শন করেছেন।

৬-সদস্যের দলে কৃষি, ব্যয় (অর্থ মন্ত্রণালয়), এবং জলশক্তি, গ্রামীণ উন্নয়ন, এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তারা রয়েছেন।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় দলটি বুধবার আগরতলায় পৌঁছে এবং সচিবালয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের সাথে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠকে রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে রাজ্যে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যকে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভাবিত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা সরকারের ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট ।। সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির ফলে জীবনহানি সহ সম্পদ ক্ষয়ক্ষতির গভীরতা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার সমগ্র রাজ্যকে 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, সোনামুড়ায় গোমতী নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে কমলেও এখনও বন্যাস্তরের উপরে রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি সর্বোচ্চস্তরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আজ বিকেল পর্যন্ত রাজ্যে ৩৪৬টি শরণার্থী শিবিরে ৫২ হাজার ৯০৬ জন মানুষ রয়েছেন। তাদেরকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য,

পানীয়জল এবং স্বাস্থ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩২ জন বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ১ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, ত্রাণ শিবিরগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জলবাহিত রোগ যাতে না হয় তারজন্য সুরক্ষা কর্মসূচি হিসাবে শৌচালয়গুলি নিয়ম মাফিক পরিষ্কার, জীবাণুনাশক ঔষধ স্পে ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ত্রাণ শিবিরগুলিতে চিকিৎসকগণ ১,২৭১ বার পরিদর্শন ও ৩৭ হাজার ৫৯৬ জনের চিকিৎসা করেছেন। এছাড়াও ১,৮৬৭টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে ৪৩ হাজার ৮৮৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর স্বচ্ছ ভারত মিশনের (গ্রামীণ) অধীনে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ স্যানিটেশন অনুশীলন সম্পর্কিত স্ট্যাণ্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মকের যুগ্ম সচিব বি সি যোশীর নেতত্বে আন্তঃ মণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল (আইএমসিটি) গতকাল রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। আগরতলায় পৌঁছেই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল গতকাল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠক করেন। আন্তঃ মণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলটি আজ বন্যার ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষক সম্মান পাচ্ছেন ননী গোপাল দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট ।। এবছর জাতীয় শিক্ষক সম্মাননা পাচ্ছেন শিক্ষক ননীগোপাল দেবনাথ।

শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের প্রতিবছর এই স্বীকৃতি প্রদান করে। এবছর জাতীয় শিক্ষক সম্মান -২০২৪ ' এর জন্য ত্রিপুরা থেকে আগরতলার নেতাজি সুভাষ বিদ্যা নিকেতনের শিক্ষক ডঃ ননীগোপাল দেবনাথ নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য এবছর সারা দেশ থেকে মোট ৫০ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে রাষ্ট্রপতি এই সম্মান প্রদান করবেন। এদিকে ডঃ দেবনাথকে এই কৃতিত্বের জন্য শুভকামনা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।

রানীরবাজারের ঘটনায় জনতার জাতীয় সড়ক অবরোধ, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট ।। কালী মূর্তি ভাঙার পর্বতী হিংসায় জড়িত সন্দেহে গতকাল রাতে পুলিশ পাঁচজন অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। এরই প্রতিবাদে আজ সকাল ১১টায় অসম আগরতলা জাতীয় সড়কের রানীবাজার রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন প্রমিলা বাহিনী। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন সাধারণ জনগণ। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার। বিধায়ক অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। এদিন তিনি অবরোধকারীদের বলেন, আইনের চোখে সবাই সমান। পুলিশকে নিজেদের কাজ করতে দিতে হবে, কিন্তু কারোর সাথে অনিয়ম করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ আগস্ট রানিরবাজার থানাধীন কৈতরাবাড়ি এলাকার স্থানীয়রা দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরনো মন্দিরে কালী মূর্তির মুখ বিকৃত অবস্থায় দেখতে পান।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা রানীরবাজার এলাকা জুড়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দুষ্কৃতীরা সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ওই আক্রমনে একাধিক বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনাথ গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ আগস্ট।। ৩৩ বছর পর শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেসের দখলে। ১৯৯৩ সালের পর থেকে এই পঞ্চায়েতে কোনদিন কংগ্রেস জয় হাসিল করতে পারেনি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর তিরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে শ্রীনাথপুরের অলিগলিতে কংগ্রেসিরা বিজয় উৎসব পালন করল আজ।

বৃহস্পতিবার শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েত অফিসে নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য সুভাষ নমকে প্রধান ও জোট সঙ্গী আরমান আলিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্টছ।। বাড়ির বৈদ্যুতিক পাখা মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে প্রাণ গেল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম রাজেশ কাইপেং(২৫)। উক্ত হৃদয়বিদারক ঘটনাটির সংঘটিত হয়েছে তেলিয়ামুড়া থানাধীন দেবথাং এলাকায় বৃহস্পতিবার।

খবরে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার দেবথাং এলাকার বাসিন্দা রাজেশ কাইপেং নিজের বাড়ির বৈদ্যুতিক পাখা মেরামত করতে গিয়ে আচমকাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলাছড়ি পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধ বিজেপি নেতাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ আগস্ট।। দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের অন্তর্ভুক্ত কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান পদ পরিবর্তন নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে কলাছড়ি পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে কমলপুর - আমবাসা রাস্তার পঞ্চায়েত অফিসের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ বিজেপি দলের নেতা কর্মীরা।

কলাছড়ি পঞ্চায়েতের বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, আজ কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ছিল। কমলপুর মন্ডল থেকে কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান মনোনীত করে দ্রৌপদী মালাকার, উপ প্রধান মনোনীত করা হয় নিবাস দাস কে। মন্ডলের মনোনীত প্রধান,উপ প্রধান কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি মানতে নারাজ। তাদের দাবি ছিল কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে মায়া রানী সরকার কে প্রধান এবং সুব্রত দাস কে উপ প্রধান করা হোক। কিন্তু, কমলপুর মন্ডল তাদের দাবি মানেনি।

কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে শাসক দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত প্রাক্তন প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধ, খোয়াই, ২৯ আগস্ট।। খোয়াইতে দলীয় কর্মী দ্বারা শাসক দলীয় প্রাক্তন গ্রাম প্রধান আক্রান্ত। থানা অভিযোগ জানিয়ে বিফল হলেন বলে অভিযোগ। শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বিচার প্রত্যাশা করেন প্রাক্তন প্রধানের।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুবিচারের আর্জি শাসক দলের প্রাক্তন প্রধান শংকরী দাসের। তিনি খোয়াই সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। উনার অভিযোগ গত ২৬শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ স্থানীয় হেমেন্দ্র শর্মার বাড়ীতে গেলে উনাকে বেধরক মারধর করেন স্বদলীয় কর্মী মৌসুমী চক্রবর্তী। লাথি, ঘুসি, চর-থাপ্পর দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি।এমনকি একসময় গ্রাম প্রধানকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জুতোপেটাও করেন বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধায়কের উপর আক্রমন-কারীদের শাস্তির দাবিতে কংগ্রেসের থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। বন্যা কবলিত এলাকায় নয় বনমালীপুর এলাকার কংগ্রেস বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় বন্যা দুর্গত এলাকা গুলি পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। তখনই একদল দুষ্কৃতি বিধায়কের উপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে। বিধায়ককে বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন বিধায়ক। কংগ্রেস বিধায়কের উপর আক্রমণে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি প্রশাসন। বৃহস্পতিবার তাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাপ্পা ভোটে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ বাতিল করেছে জনগন ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট ।। ত্রিপুরার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ছাপ্পা ভোটে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ বাতিল করছে জনগণ। শাসকদলের কর্মী সর্মথকরা রক্তাক্ত হচ্ছেন। বিধায়কের পদত্যাগের দাবিতে পথ অবরোধ করছেন। রাজ্যে বর্তমানে দাবানলের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, আজ সিপি আই এম দলের রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত দেড় মাস অন্তর অন্তর রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মূলত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তাঁর কটাক্ষ, সাম্প্রতিক ত্রিপুরার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তাতেই স্পষ্ট রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে। জনগণকে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ভোট প্রদান করতে আসলে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল জনগণকে। তার ফলস্বরপ ছাপ্পা ভোটে শাসক দলের মনোনীত প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে।ছাপ্পা ভোটে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ বাতিল করছে জনতা। শাসকদলের কর্মী সর্মথকরা রক্তাক্ত হচ্ছেন। বিধায়কের পদত্যাগের দাবিতে পথ অবরোধ করছেন। রাজ্যে বর্তমানে দাবানলের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৫ আগস্ট রানীরবাজারে হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের ১২টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শিশু আহত হয়েছে। সানীয় বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর রাতেই ছুটে গিয়েছেন। পাশাপাশি, বিশাল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করার পর ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নি। এইভাবে রাজ্য সরকার চলবে কিভাবে, প্রশ্ন করেন তিনি। তাতেই স্পষ্ট রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই বলে দাবি করেন তিনি।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ৩০ আগস্ট ২০২৪ ইং
১৩ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

শক্তিধর দেশে পরিণত ভারত

পরমাণু ক্ষেত্রে ভারত ক্রমশ শক্তিশালী হইতেছে। গোটা বিশ্বেই ভারতের পরমাণু শক্তি রীতিমতো আতঙ্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারত সরকার দেশকে পরমাণু শক্তিশালী করিতে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে দেশের বাজেটে মোটা অংকের টাকা সংস্থান রাখে প্রতি বছর। এর ফলে পরমাণু ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নজর কাড়িয়া চলিয়াছে। শত্রুকে লক্ষ্য করে পরমাণু অস্ত্র ছুড়িতে সক্ষম আইএনএস অরিঘাত। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এই সাবমেরিন নৌবাহিনীর তালিকায় সংযুক্ত হইল। নৌবাহিনীর দক্ষতা ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রহিয়াছে চিন। এবার চিনকে টেক্কা দেওয়ার মতো অস্ত্রবহনকারী দ্বিতীয় সাবমেরিনের অধিকারী হইল ভারতও। বৃহস্পতিবার বিশাখাপত্তনমের জলে ভাসিল আইএনএস ‘অরিঘাত’। এই খবরে রীতিমতো চাপে পড়িল চিন।

এরআগে ২০১৬ সালে পরমাণু শক্তিধর সাবমেরিন অরিহন্ত পাইয়াছিল ভারতীয় নৌসেনাএরপর নৌ
বাহিনীতে আইএনএস অরিঘাত সাবমেরিনের অন্তর্ভুক্তি নৌযুদ্ধে ভারতকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করিল। সাবমেরিন অরিহন্তএর দ্বিতীয় সংস্করণ
হইল অরিঘাত।ভারতেই তৈরি এই সাবমেরিনটির দৈর্ঘ্য
হইল ১১২ মিটার এবং ওজন ৬ হাজার টন। এই সাবমেরিন থেকেদুই ধরণের পরমাণু অস্ত্র ছোড়া সম্ভব হইবে। এই সাবমেরিনটিতে রহিয়াছে ৮৩ মেগাওয়াটের লাইট-ওয়াটার রিঅ্যাক্টর।যাহার ফলে দীর্ঘ সময় জলের নিচে থাকিতে পারিবে এই সাবমেরিন।উল্লেখ্য, সমুদ্রের উপরে অরিঘাতের সর্বোচ্চ গতি হ ইল ঘণ্টায় ২২ থেকে ২৮ কিমি। জলের নিচে এর গতি থাকবে ঘণ্টায় ৪৪ কিমি। এতে চারটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার জায়গা রয়েছে। যেখান থেকে চারটি কে-৪ সাবমেরিন লঞ্চড ব্যালেস্টিক মিসাইল এবং ১২টি কে-১৫ গোত্রের এসএলবিএম ছোড়া যাইতে পারে।কে-৪ পরমাণু অস্ত্র অতিক্রম করিতে পারে সাড়ে ৩ হাজার কিমির বেশি দূরত্ব। অন্যদিকে কে-১৫র অতিক্রম ক্ষমতা প্রায় ৭৫০ কিমি। এছাড়াও এই সাবমেরিন থেকে টর্পেডো ছোড়ার প্রযুক্তিও রহিয়াছে। ভারত ক্রমেই যে পরমাণু সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের মধ্যে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না।

উত্তর প্রদেশের মৈনপুরীতে ছাদ ভেঙে মৃত্যু ৩ মহিলার, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

মৈনপুরী, ২৯ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মৈনপুরী জেলায় দোতলা একটি বাড়ির ছাদ ভেঙে প্রাণ হারালেন ৩ জন। মৃতরা ৩ জন মহিলা ও একই পরিবারের সদস্য। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মৈনপুরী জেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল ওই বাড়িটি। বৃহস্পতিবার আচমকাই বিকট শব্দ করে বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে।ডেপুটি পুলিশ সুপার সত্য কুমার শর্মা বলেছেন, দোতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৩ মহিলার। কেউ আহত হননি। ঘটনার সময় বাড়িতে ৩ জন মহিলাই ছিলেন। বাড়িটি ১৫-১৬ বছরের পুরনো। দাবি করা হচ্ছে, ভারী বৃষ্টির কারণে ছাদ ভেঙে পড়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক রামজি মিশ্র বলেছেন, ’এটি কৌশলেন্দ্র যাদবের বাসভবন। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা হলেন-নীলম, অনুপমা এবং প্রীতি - যাদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর, নিহতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।’

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এর কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ ডলার। বৃহস্পতিবার দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম একই, আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.১২ ডলার অর্থাৎ ০.১৫ ডলার বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৮.৭৭ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.১৮ ডলার বা ০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৪.৬৭ এ স্থিতিশীল রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৫৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় একঝাঁক নতুন অতিথি

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ভুবনেশ্বর থেকে সরাসরি কলকাতায়। এখন থেকে তাদের নতুন ঠিকানা হলো আলিপুর চিড়িয়াখানা। নন্দনকানন থেকে কলকাতায় পৌঁছেছে একজোড়া সিংহ, একটি বাঘিনী, দুটি স্ত্রী হিমালয়ান কালো ভল্লুক ও দুই জোড়া বিরল প্রজাতির মাউস ডিয়ার। আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা এই খবর জানিয়েছেন।
চিড়িয়াখানার অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত এ প্রসঙ্গে আব

মমতাকে কিমের সঙ্গে তুলনা করলেন গিরিরাজ, তৃণমূল নেত্রীকে উপর্যুপরি আক্রমণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

পাটনা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বান্দ্যোপাধায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তৃণমূল নেত্রীকে উপর্যুপরি আক্রমণ করেছেন গিরিরাজ সিং। মমতাকে উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম-জং-উনের সঙ্গেও তুলনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।ডাক্তারদের প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, ’একজন গণতান্ত্রিক ব্যক্তির, একজন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা হতে পারে না এটি। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন নিজের বিরোধীদের সহ্য করেন না। একইভাবে, মমতা বান্দ্যোপাধ্যায়েরও তাঁর বিরোধীদের কথা সহ্য হয় না।’

রবীন্দ্র কবিতায় ভারত আত্মার মর্মবাণী

অনন্তকুমার সরকার

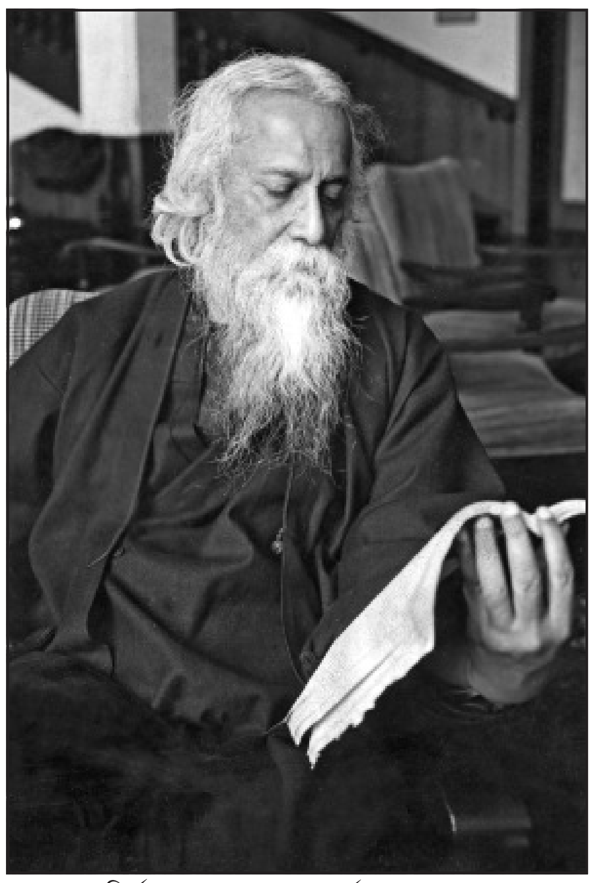

‘বাঙালির হিয়া অমিয়া মথিয়া
রবি ধরেছে কায়া’

‘ভারত আত্মার বাণী’ পৃথিবীকে আলো দেখিয়েছে। ভারতীয় ভাবদর্শের চরম রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্মে। এক ‘গীতাঞ্জলী’ তাঁকে মহিমান্বিত এবং গৌরবান্বিত করেছে। প্রারম্ভের কবিতাই তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রনিধানযোগ্য। হৃদয়ের ভক্তিতে কবি বললেন—‘আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু/ তোমার চরণ ধুলায় তলে’। এখানেই বিধৃত হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে ধুলার ধরনীতে আবির্ভূত হওয়া এক আলোকিত প্রাণপুরুষের শুভ পদার্পণ, শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর ‘বিদগ্ধ মাধব’ নাটকে, যার কথা লিখেছেন সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানী দুই আত্মা এক তনুতে সঞ্জীবিত হল মধুময় মাধুর্যে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন---‘একটি নমস্কারে প্রভু/ একটি নমস্কারে,/ সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক/ তোমার চরড় তলে’।

এক অভিনব ভাব উদ্দীপনায় বললেন---‘কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না’। সব ভাবতত্ত্বই লীলামাধুর্যে। অভিনন্দিত হয়েছে জীবনের পরতে পরেতে। আত্মনিবেদনের মহাভাব কবির বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন---‘আমায় হাত ধরে নিয়ে চলো গো সখা, আমি যে পথ চিনি না।’

ঝঞ্ঝা বিক্ষুদ্ধ রাতে জীবন যখন সঠিক পথে চলতে পারে না তখন হাহাকারে স্বভাবতঃই বের হয়ে আসে অন্তরের অন্তস্থল হতে এই অসহায়ত্বের ভাব। জীবন রথের সারথীকে আহ্বান করা হয়--- ‘আমায় হাত ধরে নিয়ে চলো’। আমরা যখন বেদনা কাতর হই তখন কবির ভাবে বলি---অর্থাৎ বিশ্বকবির চেতনা—‘বধির যবনিকা তুলিয়া লও প্রভু/ দেখাও তব চির লোক লোক/ ওপারের সবই ভালো/ সখুও আলো।’ কবি বললেন---‘অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাও’।

স্বভাবতই জীব আলোর পিয়াসী। আলোকেই আশ্রয় করতে চায়। এই জীবনের অনন্ত পিপাসা প্রতিভাত হয়ে উঠুক সত সুন্দরের আরাধনায়। শ্রীগোবিন্তের কাছে প্রার্থনা---‘পিপাসা দিলে তুমি’/ তুমিই দিলে ক্ষুধা/ তোমারি কাছে আশে/ শান্তি সুখ সুধা’।

একদা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস হৃদয়ে শান্তি পাচ্ছিলেন না—তখন নারদ মুনিকে প্রশ্ন করেছিলেন---‘আপনারা তো বলেন কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে তবে আমি কেন শান্তি পাচ্ছি না? নারদমুনি চর্তুবর্গী শ্লোক এবং ‘বাসুদেব মন্ত্র’ প্রদান করেছিলেন। ব্যাসদেব মন্ত্র জপ করার পর শ্রী বাসুদেব শ্রীমদ্ভাগবতম প্রদান করেছিলেন। ভারতীয় আদর্শ মহিমা বিশ্বে প্রকটিত হল। ভারতবর্ষের চেতনা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কবি বলেছেন এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে---‘হেতা একদিন বিরামহীন/ মহা ওংকারধ্বনি---/হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে/ উঠেছিল রণরনি/ তপস্যাবলে একের অনলে /বহুরে আহুতি দিয়া/ বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল/ একটি বিরাট হিয়া’।

ভারতবর্ষ বহুদিন ধরে বিশ্বকে আহ্বান জানিয়েছে সমস্ত প্রকার বিভেদ এবং ঘৃণা বিদ্বেষ ভুলে একই মানবতার পতাকা তলে সমবেত হয়ে এক মহান ঐক্যতান সৃষ্টির জন্য।

‘না চাহিলে তারে পাওয়া যায়’ এই ভাবের দ্যোতনায় আমাদের হৃদয় আপ্লুত হয়। মহা বদান্যাতার যিনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ধরার ধুলিতে অবতীন হলেন ‘হরে কৃষ্ণ’ মহামন্ত্র নিয়ে যাকে উদ্দেশ্য করে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বললেন---‘বন্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা /যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণ নামাভি’।

অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বন্দনা করি যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ‘হরে কৃষ্ণ’ মহামন্ত্র নিয়ে অবতীর্ন হলেন মাটির পৃথিবীতে। কবি মনের মাধুরী মিশিয়ে গাইলেন---‘কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসে। ‘বৈকুণ্ঠ বিহারী যে নাম কখনও অর্পণ করেন নাই—সেই নাম অর্পণের জন্য তিনি অবতীর্ণ হলেন এই ধরাধামে। রূপ গোস্বামী বললেন, ‘বিদগ্ধ মাধব’ নাটকে---‘অনাপিত চরিংচিরাত করুণায় অবতীর্ণ কলৌ’। অসীম গগনের কবি বাজাও আপন সুর/ আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ/ তাই এত মধুর’। সীমার মাঝে বিশ্বনিয়ন্তা অসীম হয়ে আমাদের হৃদয়ে আসেন। আবার দেখি কবির ভাবোক্ততে—‘হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে/ দেখতে তোমায় পাইনি’। ‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে/ তুমি যে আছ নয়নে নয়নে’।

মহাকবির কোন কোন ভাব আমাদের কাছে দুবোর্ধ্য হতে পারে---হতে পারে দুর্জ্ঞেয়—তথাপিও ‘সত্য’ আমাদের হৃদয়কেত সত্য সন্ধানে নিয়ে যায়। কবি বলেছেন---‘রূপনারায়ণের কুলে জাগিয়া উঠিলাম/ জানিলাম এ জগৎ মিথ্যা নয়’।

সত্য যে কঠিন---‘কঠিনেরে ভালবাসিলাম / যে কখনও করে না বঞ্চনা/ আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন/ সতেরে দারুন মূল্য লাভ করিবারে।’

আমাদের স্বামীজি বিবেকানন্দ বলেছেন ‘সত্য’ এর জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। সত্য সুন্দরই ভগবান। ব্রজসুন্দর যিনি হলেন গৌরসুন্দর।

কবির ভাবনায় মূর্ত হয়ে উঠলো। ‘প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে/ প্লাবিত করিয়া নিখিল বুবন দ্যুলকে---/ তোমর অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া/ জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া’।

শ্রীমদ্ভাগবতম মহান গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে---‘ভদবানাপি তা রাত্রি শারদ্যোৎফুল্ল মল্লিকা—/ বীক্ষা রন্ত মনশ্চক্রে যোগমায় আশ্রিতম,
শরৎকালীন পূর্ণিমা রজনী দেখিয় শ্রীকৃএষ্ণর অন্তরে জাগিল গোপিনীদের সহিত তিনি রাসক্রীড়া করিবেন —যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া।

কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন—‘আজিকে তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে।’

শিশুকালে মাতৃহারা রবীন্দ্রনাথ কেঁদেছেন মায়ের অভাবে সমগ্র জীবনে চল্লিশ বৎসর বয়সে স্ত্রী মারা গেছ পরবর্তিতে বাবা, শিক্ষক, কন্যা সর্বশেষ ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। তাই বোধকরি কবি লিখলেন—‘আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে/ দিবস গেলে করবো নিবেদন।/ আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।’

‘কর্ণ কুন্তী’ সংবাদে মহাবীর বর্ণ-এর জীবনের চরম ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় ---ব্যথাতুর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সখা দুর্যোধনের বিজয় গৌরব যে কর্ণ এনে দেবেন, সেই মহাবীর কর্ণের রথচক্র গ্রাস করলেন মেদিনী। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস---বেদনার পদাবলিতে বিধৃত হল। কান্নায় ভবে গেল জীবনের চলার পথ। অভাগিনী বিরহিনী মাতা কুন্তীর কান্না বুঝি কুরুক্ষেত্রকে কান্নার কুলে পৌঁছে দিল।

বিশ্বকবি কবিতায় চিত্রায়িত করেছেন---সন্ধ্যার পূর্বে সূর্যদেবের নিকট বন্দনারত মহাবীর কর্ণের হৃদয় নিঃসারিত ভক্তির প্রণামকালীন সময়ে কুন্তীদেবীর আবির্ভাব পুত্রে সন্নিকটে। বলেছিলেন পুত্রকে, ‘ফিরে চল পান্ডব শিবিরে---আমি তোমার মা---পুত্র তুমি আমার প্রথম। মহাবীর কর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মায়ের ডাককে। ব্যর্থ মনোরখে ফিরে গিয়েছিলেন মাতা কুন্তীদেবী। পরদিবসে যুদ্ধকালীন সময়ে থেমে গেল রথের চাকা শুকনো ভূমিকে। ব্যর্থ হল সমস্ত প্রয়াস। নিমর্মভাবে মাতৃদেবীকে বিদায়কালীন ভাবদ্যোতনা বিধৃত হল বিশ্বকবির লেখনিতে। শিশু রবীন্দ্রনাথ যেন মানষ দৃষ্টিতে দেকলেন গঙ্গারঘাটে মাকে পোড়ানোর পর মা পুনরায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আর গেলেন না। এই দেবনাভাব সমগ্র জীবনে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে বিশ্বকবির।

তিনি লিখলেন---‘এই শান্ত স্তব্দক্ষণে---/অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে/ জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত/’ আশাহীন কর্ম্মের উদ্যম/ হেরিতেছি শূন্য পরিণাম।’ ভারতীয় আদর্শের মহিমা প্রকটিত হল মানব জীবনে। কখনও কখনও জীবনযুদ্ধে আমরা নির্মমভাবে পরাজিত হই কর্ণের মতো।’ সোনার তরীতে জীবন স্রোতের কবি গাইলেন---’ কাটিতে কাটিতে ধান এল বরসা/ কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা’। জীবনের কুলে কুলে যখন বর্ষার ভাঙন ধরে---নিভে যায় প্রদীপ যখন যৌবন বাসরে---প্রভাতের সূর্য যখন হয় মলিন---তখনই জীবনস্মৃতিতে ভেসে আসে বেদনার বাঁশরী। মহান সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে তিনি বললেন---‘প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল /সত্তার নতুন আবির্ভাবে---/ কে তুমি?/ মেলেনি উত্তর / বৎসরের পর বৎসর চলে গেল/ দিবসের প্রথম সূর্য অস্ত গেল/ আবারো প্রশ্ন / কে তুমি?/ মেলেনি উত্তর।’

ভারত আত্মার অমর বাণীর রহস্য দুর্জ্ঞেয়। অর্জুন ও জানতে পারেননি---কে তুমি? ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির জন্য আমরা সর্বদা প্রার্থনা করি। যখন তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হতে অসমর্থ হই---তখন কবির ভাবকে অবলম্বন করে বলি---‘ এবার এ জীবনে তোমায় আমি পাইনি/ সে কথা যেন রয় মনে।’

রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের কথাটি তাঁর লেখনিতে বলেছেন। ভালবেসেছেন বাংলার মাটি মানুষকে তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে। ধরনীর কুলিকনা তাঁর প্রাণের বিষয়। মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়েচেন ভালবাসার মাটিকে ছেড়ে যেতে এই বেদনায় ---‘গীতাঞ্জলী’তে বলেছেন---‘যাওয়ার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই/ যা দেখেছি---যা পেয়েছি/ তুলনা তার নাই।/ এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে/ যে শতদল পদ্মরাজ/ তারি মধু পান করেছি/ ধন্য আমি তাই/ যাওয়ার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।’

জীবনের নাট্যমঞ্চ হতে প্রস্থানের পূর্বে হৃদয়ে অনুভব করলেন বেদনা। ভাবমাধুর্যে বললেন---‘এ বরের মত বসন্তগত জীবনে/ হায় সকি যে রজনী যায়—/ তায় ফিরাইব কেমনে।’

কবির আধ্যাত্মবাদ কবিকে যেন কোনও অজানার পথে নিয়ে যাচ্ছে। কার আহ্বান গীতি কবি যেন শুনেছেন হৃদয়ের মধ্যে। তিনি নিজ সুরে গাইলেন—‘গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ/ আমার মন ভুলায় রে’।

রাস পূর্ণিমার রজনীতে শ্রীগোবিন্দ যেমন বাঁশী বাজিয়ে গোপিনীদের ডেকেছিলেন তেমনি এক ডাক—এক বাঁশীর সুর যেন তিনি শুনেছেন বিষণ্ণ অবরাহ্নে। এই আহ্বানগীতি তাঁর অন্তরকে আপ্লুত করেছে। অনুপম এই মাধুর্যে কবি বিমোহিত হয়েছেন। প্রকৃতির ভালবাসা কবিকে নিরুপম মাদুর্যতায় ভরিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘সূর্যাস্তকালে নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসিয়ে যে সূর্যাস্ত দেখে নাই---সে বাংলার শোভা দেখে নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছ দিয়েচেন। নোবেল পুরস্কার বাঙালি জাতিকে তথা ভারবর্ষকে মহিমান্বিত গৌরবান্বিত করেছে। প্রণাম জানাই তাঁর আবির্ভাব দিনে-২৫শে বৈশাখে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নবাব সিরাজউদ্দৌলা: যার নির্মম হত্যার পর ভারতে ইংরেজদের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়

রেহান ফজল

গত সংখ্যার পর।। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের কাজ শেষ হল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সিরাজের, তিনি গড়িয়ে পড়লেন,’ নিজের বইতে লিখেছেন রবার্ট ওরমে।

তখন সিরাজউদ্দৌলার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর।

মরদেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে ঘোরানো হল গোটা শহর
পরের দিন সিরাজউদ্দৌলার ক্ষত-বিক্ষত দেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে মুর্শিদাবাদের অলি-গলি, বাজারে ঘোরানো হয়েছিল।

যেন সকলের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা যে, সিরাজ পরাজিত।

সৈয়দ গুলাম হুসেইন খান এই বর্বরতার কথা জানাতে গিয়ে লিখছেন, সেই বীভৎস শবযাত্রার মধ্যেই মাহুত জেনে বুঝেই হুসেইন কুলি খাঁয়ের বাসভবনের সামনে মৃতদেহ বহনকারী হাতিটিকে দাঁড় করাল।

দুই বছর আগে ওই হুসেইন কুলি খাঁকে হত্যা করেছিলেন সিরাজ।

এখন তার মৃতদেহ থেকেও কয়েক ফোঁটা রক্ত রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল, যেখানে হুসেইন কুলি খাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।’ মীরানের নিষ্ঠুরতা কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি।

কিছুদিনের মধ্যেই সে আলিবর্দি খানের বংশের সব নারীদের হত্যা করেছিল।

মীর জাফর বা মীরানকে বিয়েতে অস্বীকার সিরাজের স্ত্রী লুৎফ-উন-নিসার
করম আলি “দা মুজফরনামা অব করম আলি” গ্রন্থে আলিবর্দি খানের বংশের সব নারীদের হত্যা করার বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন,প্রায় ৭০ জন নিরপরাধ বেগমকে একটি নৌকায় চাপিয়ে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয় ,আর সেখানেই নৌকাটি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। সিরাজউদ্দৌলার বংশের বাকি নারীদের বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়।

‘নৌকাডুবি আর বিষ খাইয়ে যাদের হত্যা করা হল, সবাইকে একই সঙ্গে নদীর ধারেই খুশবাগ নামের একটি বাগানে দাফন করা হয়েছিল।’

শুধু একজন নারীকে মেরে ফেলা হয়নি। বিবিসি বাংলায় আরো পড়তে পারেন মীর জাফরের পতন পলাশীর যুদ্ধের বছরখানেকের মধ্যেই মীর জাফরের তেজ ধীরে ধীরে নিভে আসতে শুরু করে।

কিছুদিন আগেও যে ক্লাইভ মীর জাফরের হয়ে কথা বলতেন, তিনিও তাকে “দা ওল্ড ফুল” বা “বোকা বুড়ো” বলে, আর তার ছেলে মীরানকে “আ ওয়ার্থলেস ডগ” বা“বেকার কুকুর” বলে উল্লেখ করতে থাকেন।

আলস্য, অক্ষমতা আর আফিমের নেশা মীর জাফরকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছিল।

এরপর ১৭৫৮ সালের ১১শে নভেম্বর ক্লাইভ জন পিনকে লেখা এক চিঠিতে বলছেন, যে ব্যক্তিকে আমি মসনদে বসিয়েছিলাম, সে অহঙ্কারী, লোভী আর কথায় কথায় গালিগালাজ করা এক লোকে পরিণত হয়েছে।

তার এই ব্যবহারের জন্য নিজের প্রজাদের কাছ থেকেই সে দূরে সরে যাচ্ছে।

ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার আগে অবধি মীর জাফর তার সৈন্যদের ১৩ মাসের বকেয়া বেতনের মাত্র তিনটে কিস্তি দিতে পেরেছিলেন।

বেতন না পেয়ে সৈনিকরাও ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছিল। “বাংলার সর্বনাশ করে দিয়েছিলেন মীর জাফর”
এই পরিণতির জন্য মীর জাফর অনেকাংশেই দায়ী।

গুলাম হুসেইন খান লিখছেন, সব সময়েই দামী গয়না- জহরত পড়ার একটা শখ ছিল মীর জাফরের। কিন্তু নবাব হওয়ার পরেই নানা রত্ন-খচিত ছয়-সাতটা গয়না পড়তে শুরু করেছিলেন তিনি।

গলায় তিন-চারটে মুক্তোর মালা থাকতো সবসময়েই। তার গান শোনা চাই আর নারীদের নাচ দেখা চাই।

কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ বুঝতে পারল যে, বাংলা শাসন করার ক্ষমতা মীর জাফরের নেই। তার আচার ব্যবহার একজন অশিক্ষিত আরব সৈন্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার রাজ্য সামলানোর কোনও দক্ষতাই ছিল না।

স্যার প্যান্ডেরল মুন তার বই “দা ব্রিটিশ কনকোয়েস্ট অ্যান্ড ডমিনিয়ন অব ইন্ডিয়া” বইটিতে লিখেছেন: ‘ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার জাহাজে ওঠার আগে বলেছিলেন, মীর জাফরের শাসন করার কোনও ক্ষমতাই নেই। প্রজাদের ভালবাসা আর বিশ্বাস জয় করতেও সে অক্ষম। তার কুশাসন বাংলাকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।’

তিনশো’র বেশি হত্যা করেছিল মীরান
একদিকে যখন মীর জাফরের রাজ্য শাসনে অক্ষমতা পরিষ্কার হচ্ছে, তখন তার ছেলে মীরান নিষ্ঠুরতা চালিয়েই গেছে।

দয়া বা ঔদার্য - এই শব্দগুলো তার অভিধানে ছিলই না। তার সবথেকে বড় চিন্তা ছিল আলিবর্দি খানের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে - যাতে ভবিষ্যতে কোনওদিন বিদ্রোহের কোনও সম্ভাবনাও না থাকে।

গুলাম হুসেইন খান লিখছেন: ’আলিবর্দি খানের পুরো হারেম নদীতে ডুবিয়ে তো দিয়েইছিল মীরান, তারপরে তার নজর পড়ে সিরাজের সবচেয়ে কাছের পাঁচ আত্মীয়ের পরিবারের দিকে।

সিরাজের ছোটভাই মির্জা মেহেদীকে দুটো কাঠের তক্তার মাঝে রেখে পিষে মেরেছিল মীরান। ওই হত্যাকাণ্ডের যুক্তি হিসাবে সে বলেছিল সাপ মারার পরে তার বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।’

সিরাজউদ্দৌলার পরিবারের যতজন সদস্যকে সে হত্যা করেছিল, তার একটা তালিকা সে নিজের কাছে রাখত। খুব কম সময়ের মধ্যেই সেই তালিকায় নামের সংখ্যা ৩০০-রও বেশি হয়ে গিয়েছিল লিখছেন গুলাম হুসেইন খান।

তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর আগের প্রশাসনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মীরানকে রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের কাছেই হয় ছুরি দিয়ে হত্যা করেছিল, বা বিষ খাইয়ে মেরেছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস যখন সিরাজের পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার ঘটনাগুলো শুনলেন, তারপরে তিনি কলকাতায় পাঠানো এক **চিঠিতে লিখেছিলেন:** এই পাশবিক হত্যাকারী যা করেছে, তার পক্ষে কোনও যুক্তি-তর্কই টেকে না।

আমি এই কথা বলার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু তবুও বলছি, এরকম একজনকে আমাদের সমর্থন করা কোনওভাবেই সঠিক হবে না।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে অমৃত স্টেশন প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে

মালিগাঁও, ২৯ আগস্ট, ২০২৪: মর্যাদাপূর্ণ অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে ৯১টি স্টেশনের উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা রূপান্তর করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে, পুর্নবিকশিত প্রকল্পের অধীনে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত স্টেশনগুলির পরিকাঠামো ও সুযোগসুবিধা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে, রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য একটি আধুনিক ও স্বাচ্ছন্দ্যমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমটি স্টেশন বিল্ডিং আধুনিকীকরণ, প্রবেশ-প্রস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন করার মাধ্যমে এবং অত্যাধুনিক সুবিধা প্রদানের দ্বারা সামগ্রিক যাত্রী অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য এবিএসএস-এর অধীনে ৯১টি স্টেশনের মধ্যে কামাখ্যা, রঙিয়া, রাঙাপাড়া নর্থ, ধুবড়ি, লামডিং, নিউ তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, ডিফু, বারসোই, কিষানগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার, রংপো, আগরতলা, উদয়পুর, মেন্দিপাথার, ডিমাপুর, নাহরলগুন ইত্যাদি সহ আরও কয়েকটি স্টেশনের রূপান্তরের কাজ তীব্রগতিতে চালানো হচ্ছে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকাঠামোর কাজে উচ্চ গুণগত মান লাভ করা যায়। নিউ মাল জংশন, কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম, হাসিমারা, ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, গৌরীপুর, ধুপগুড়ী, দিনহাটা, দলগাঁও, বিন্নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, কামাখ্যাগুড়ি, লংকা, হোজাই, চাপরমুখ ইত্যাদির মতো কয়েকটি স্টেশনে চলমান কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সহজ যোগাযোগ ও যাতায়াতের জন্য এফওবি নির্মাণ, স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়ন, দুই ও চার চাকার বাহনের জন্য প্যাসেঞ্জার পার্কিং শেডের অতিরিক্ত কভার, সাধারণ ও দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য আধুনিক শৌচালয়, শপ কমপ্লেক্স, উন্নত ওয়েটিং এরিয়া, আধুনিক টিকিট বুকিং ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে পর্যাপ্ত স্থানের ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ৯১টি স্টেশনে সুরক্ষিত পরিবেশ প্রদানের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা, উন্নত আলোর ব্যবস্থা এবং উন্নত ভিড় নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি এই ধরনের সুবিধা প্রদান করা হবে। এমনকি অ্যানার্জি-এফিসিয়েন্ট লাইটিং, বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং পরিবেশ অনুকূল সামগ্রী ব্যবহারের সাথে স্থিরতা হবে এর প্রধান লক্ষ্য। রেলওয়ে যাত্রীদের স্বাগতম জানাতে তথা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে অঞ্চলের ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করা সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সাথে স্টেশনের উন্নত সম্মুখ অংশের পাশাপাশি উন্নত পার্কিং ব্যবস্থা করা হবে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম হলো নতুন ভারতের আকাঙ্খা পূরণ করা আধুনিক ও দক্ষ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এক পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই পুর্নিবিকাশ প্রকল্পগুলি সুরক্ষিত, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা প্রদানের উৎকৃষ্টতায় যাতে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে পারে তারই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

শিলিগুড়িতে ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ, ধৃত ৬ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : শিলিগুড়িতে ডাকাতির ছক বানচাল করল পুলিশ। ৬ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে বাগডোগরা জংলি বাবা মন্দির মোড় থেকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল নরেন বর্মন, ধীরাজ রায়, স্বপন সূত্রধর, মহম্মদ রহমান বাগডোগরার গোঁসাইপুরের রূপসিং জোতের বাসিন্দা। অন্যদিকে প্রকাশ টিগ্গা ও কৃষ্ণ মিঞ্জ মুনি চাবাগান এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে পুরো ঘটনার সঙ্গে আরো কে বা কারা জড়িত রয়েছে তদন্ত নামবে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্রকে নিরাপদ করতে নতুন শি-বক্স পোর্টালের সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানির অভিযোগ নথিভুক্ত ও পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত প্ল্যাটফর্ম "শি-বক্স 'পোর্টাল চালু করেছে। নয়াদিল্লিতে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পোর্টালের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে তিনি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের নতুন ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করেন। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শ্রী অনিল মালিক সহ অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নতুন শি-বক্স পোর্টালটি সারা দেশে গঠিত অভ্যন্তরীণ কমিটি (আইসি) এবং স্থানীয় কমিটি (এলসি) সম্পর্কিত তথ্যের একটি কেন্দ্রীভূত ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করবে, যার মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্ভুক্ত। এটি অভিযোগ দায়ের করা, তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং অভ্যন্তরীণ কমিটির করা অভিযোগের উপর নির্দিষ্ট সময়সীমায় ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার জন্য একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এই পোর্টালটি সমস্ত অংশীদারদের জন্য অভিযোগের নিশ্চিত নিষ্পত্তি এবং সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া প্রদান করে। পোর্টালটি একজন মনোনীত নোডাল অফিসারের মাধ্যমে অভিযোগের রিয়েল-টাইম বা সেই সময়ের অবস্থার পর্যবেক্ষণের সুবিধা দেবে।

আগামী ২৫ বছরে ভারত স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি 'উন্নত ভারত' গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি অর্জনের জন্য, সরকার গত এক দশকে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের উপর উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগের অন্যতম ভিত্তি হল কর্মক্ষেত্রগুলি যাতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করা, যাতে মহিলারা এগিয়ে যেতে এবং সফল হতে পারেন।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ এবং প্রতিকার) আইন, ২০১৩ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা করতে এবং তাদের অভিযোগগুলির সমাধানের জন্য কাজ করে। এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, নতুন শি-বক্স পোর্টালটি কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগগুলির সমাধান ও পরিচালনার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

শি-বক্স পোর্টাল ছাড়াও মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে একটি নতুন ওয়েবসাইটও চালু করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্য হল, জাতীয় এবং বৈশ্বিক শ্রোতাদের সঙ্গে সরকারের সম্পৃক্ততা বাড়াতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে একটি শক্তিশালী উপস্থিতি তৈরি করা। যেহেতু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি নাগরিকদের জন্য যোগাযোগের প্রাথমিক কেন্দ্র, তাই একটি শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয় ব্র্যান্ডের উপস্থিতি বজায় রাখা অপরিহার্য। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য এই উদ্যোগটি আরও কার্যকর এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম প্রদানের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি সারা ভারতে মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাজের পরিবেশ তৈরি করার জন্য সরকারের অঙ্গীকারকে আরও জোরদার করে।" তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, এই পোর্টালটি সুনিশ্চিত করবে যাতে ব্যক্তিগত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ না করে নিরাপদে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে।

আফগানিস্তানের ভূকম্পন অনুভূত হলো দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রভাব পড়ল দিল্লিতে। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। ন্যাশনাল সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের মতে, বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানে ৫.৭ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ২৫৫ কিলোমিটার গভীরতায়। কম্পনটি এতই শক্তিশালী ছিল যে কম্পন দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলেও অনুভূত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, আফগানিস্তানে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের রেশ পৌঁছেছে কাশ্মীরেও। এই ভূমিকম্পের রেশ কাশ্মীর উপত্যকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অনুভূত হয়। কাশ্মীরে প্রায় ৪ সেকেন্ড মতো ভূমিকম্প অনুভূত হয়। যদিও, এই ভূমিকম্পে আফগানিস্তান অথবা কাশ্মীরে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক প্রায় ১ একর জমিতে "মাতৃ বন" স্থাপন করবে : শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট : আজ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আইএআরআই-এর ক্যাম্পাস পুসায় 'এক পেড় মা কে নাম' প্রচারাভিযানের অধীনে চারাগাছ রোপণ করেছেন। তিনি জানান, মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রায় ১ একর জমিতে "মাতৃ বন" স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর, আই সি আর আর মহানির্দেশক ড় হিমাংশু পাঠক, সহ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রায় ২০০ জন আধিকারিক ও কর্মী এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী জানান, মন্ত্রকের অধীনস্থ সব দপ্তর ও ৮০০ প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে এই একই দিনে, একই সময়ে চারা রোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগের ফলে এক দিনেই ৩-৪ হাজার চারা রোপণ করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'এক পেড় মা কে নাম' অভিযানের সূচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সংকল্পকে রূপ দিতে তাঁর মন্ত্রক এই অভিযানকে এক গণ আন্দোলনের চেহারা দেওয়ার লক্ষ্যে আজ থেকে কাজ শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শ্রী চৌহান এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানান। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দেশ জুড়ে ৮০ কোটি এবং আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে ১৪০ কোটি চারা রোপণের লক্ষ্য নিয়েছে। গত ২০ জুন আসোলা ভাটি অভয়ারণ্যে এর সূচনা হয়েছে। পরিবেশ সচেতন জীবনশৈলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের উদ্যোগে যে মিশন লাইফের সূচনা হয়েছে, এই উদ্যোগ সেই কাজেও সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সুস্থিত কৃষির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে, জমি ও জলের গুণগত মান বাড়বে, জীব বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কৃষকরাও কাষ্ঠজাত পণ্য থেকে অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ পাবেন। ভূমিক্ষয় রোধেও এই উদ্যোগ বিশেষ ফলদায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মহিলাদের নিরাপত্তায় রাজগঞ্জে টহলে 'বিশেষ মহিলা পুলিশ বাহিনী'

রাজগঞ্জ, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : নারী সুরক্ষায় আরও জোর দিতে তৈরি হয়েছে 'বিশেষ মহিলা পুলিশ বাহিনী'। বৃহস্পতিবার সকালে রাজগঞ্জের ভুটকির হাট এলাকায় এই বাহিনীকে টহল দিতে দেখা গেল। রাজগঞ্জ থানার ৭ মহিলা পুলিশ সদস্যের বাহিনী করা হয়েছে। মমতা তামাং এই বাহিনীর প্রধান। এই মহিলা পুলিশ বাহিনী নারী ও শিশু সুরক্ষায় কাজ করবে। জানা গিয়েছে, দিনে ও রাতে এই স্পেশাল বাহিনী নিয়মিত টহলদারি চালাবে। এছাড়াও হেল্পলাইন নম্বর ১১২ চালু করা হয়েছে। এই নম্বরেও অভিযোগ জানানো যাবে। হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ পেলেই মহিলা পুলিশবাহিনী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নারী সুরক্ষায় আরও জোর দিতে এই বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে টহলদারি চালাবে এই বাহিনী পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মহিলারা।

'দ্য ডায়েরি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' মুক্তিতে সায় হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : 'দ্য ডায়েরি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' ছবিতে কিছু সাম্প্রদায়িক দৃশ্য রয়েছে। সেটির মুক্তিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন রাজীবকুমার ঝা নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু এতে হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাই কোর্ট।

সিনেমাটিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলছে দীর্ঘ দিন ধরেই। গত বছর ছবির ট্রেলার মুক্তির পর কলকাতা পুলিশের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছিল। বাংলার ভাবমূর্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করা হচ্ছে বলে আর্মহার্স্ট স্ট্রিট থানায় দায়ের হয় অভিযোগ। সনোজকুমার মিশ্র পরিচালিত ওই সিনেমা ৩০ অগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা। ছবির মুক্তির উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করে মামলাকারী জানান, সিনেমাটি মুক্তি পেলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই তা রোখা হোক। বৃহস্পতিবার শুনানিতে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে জানিয়েছে।

তবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীর কাছে জানতে চান, তিনি সিনেমাটি দেখেছেন কি না। জবাবে মামলাকারী জানান, তিনি দেখেননি, কারণ সিনেমাটি এখনও মুক্তি পায়নি। এর পর হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এ ভাবে কোনও ছবির মুক্তি আটকানো যায় না।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিলে তা মুক্তি পাবে। উচ্চ আদালত এ-ও জানিয়েছে, মুক্তির পর ছবির কোনও দৃশ্য নিয়ে আপত্তি থাকলে মামলাকারী তা আদালতকে জানাতে পারেন। সেই অংশটুকু বিবেচনা করে দেখবে হাই কোর্ট। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের পুরনো নির্দেশের কথাও উল্লেখ করেছে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। তিন সপ্তাহ পরে মামলার পরবর্তী শুনানি।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুমির, চাঞ্চল্য ছড়ালো ভাদোদরায়

ভাদোদরা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে গুজরাটে বন্যা পরিস্থিতি। প্লাবিত রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের তলায় হাজার-হাজার বাড়ি। এলাকায় জল ঢুকতেই লোকালয়ে উপদ্রব বেড়েছে কুমিরের। প্রায়ই এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে কুমির। এ বার ভাদোদারার মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দেখা গেল মস্ত বড় একটি কুমির। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্যাম্পাসে। এরপর বন দফতরে খবর দেওয়া হলে বনকর্মীরা এসে কুমিরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার করণসিনহ রাজপুত বলেন, 'আমরা গত ৫ দিনে ১০টি কুমির উদ্ধার করেছি। দু''টিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৮টি এখনও আমাদের কাছে রয়েছে। নদীর জলস্তর কমলে আমরা সেই কুমিরগুলিকেও ছেড়ে দেব। বৃহস্পতিবার আমরা কামনাথ মহাদেব মন্দিরের কাছে একটি বাড়ি থেকে একটি ১৪ ফুটের কুমির উদ্ধার করেছি, একটি রাত্রি বাজারের কাছে এবং একটি ১১ ফুটের কুমিরকে এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

রাজ্যপাল সমীপে রাজভবনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার দুপুরে এক প্রতিনিধি দল যায় রাজভবনে। আর জি কর হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত করতে হবে। আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে। ধর্ষণের ঘটনার পাশাপাশি রহস্যমৃত্যু ও খুনের কিনারা অবিলম্বে করতে হবে। এবিষয়ে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন উপস্থিত সকলে। এ নিয়ে কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ওয়াই চ্যানেলে যে ধর্না কর্মসূচি রয়েছে। সেখান থেকেই অবস্থান বিক্ষোভ ও আন্দোলন এর ফাঁকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের কাছে সুবিচার চেয়ে দ্বারস্থ হন তিনি। নালিশ করেছেন বর্তমান সরকারের অনৈতিক সিদ্ধান্ত ও বেআইনি পদক্ষেপ এর বিহিত চেয়েছে বিজেপির ওই প্রতিনিধি দলটি। এদিকে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে ও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রেই প্রকাশ করা হয়েছে।

হুগলির মগরায় শ্যুটআউট, গুরুতর জখম দু''জন

হুগলি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মগরায় ফের শ্যুটআউট। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির মগরায়, নকশা মোড় সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল রাতে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন দু'জন। বাইকের পিছনে কে বা কারা গাড়িতে চেপে তাঁদের ধাওয়া করে আসছিল বলে জানা গিয়েছে। এরপর নকশা মোড়ের কাছে অতর্কিতে ওই দুই যুবককে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। গুলি লাগায় গুরুতর জখম হন বিশ্বজিৎ দে এবং মইদুল ইসলাম। তড়িঘড়ি তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিশ্বজিতের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অপর গুলিবিদ্ধ যুবক বর্তমানে চুঁচুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে কী কারণে গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। শুরু হয়েছে তদন্ত। নেপথ্যে পুরানো কোনও শত্রুতা নাকি কোনও রাজনৈতিক কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে মগরা থানার পুলিশ।

জলবায়ু পরিবর্তন থেকে দেশকে রক্ষা করতে সরকার সবরকম পদক্ষেপ নিচ্ছে : কীর্তি বর্ধন সিং

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে অ্যাসোচ্যাম পরিবেশ ও কার্বন সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। এই সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, কিন্তু সরকার এর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০৭০ সালের মধ্যে নেট শূন্য অর্জনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকশিত ভারত ২০৪৭ পূরণ করতে কাজ করছে। মন্ত্রী আরও বলেছেন, বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ও পরিবেশকে প্রভাবিত করছে এমন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা সময়ের প্রয়োজন।

জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আইএমডি-র, দুর্যোগ চলবে গুজরাটে

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দুর্যোগ চলবে গুজরাটেও। আইএমডি-র বিজ্ঞানী সোমা সেন বলেছেন, 'গতকাল দিল্লিতে বঙ্গোপসাগরের আর্দ্রতা ছিল, সমস্ত উত্তর ভারতের সমভূমিতে গতকাল ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এখন জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টিপাত হবে গুজরাটে... সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হবে। আগামীকাল থেকে পশ্চিমী ধকল কমবে, তাই উত্তর ভারত থেকে বৃষ্টিপাত কমবে। আইএমডি-র বিজ্ঞানী সোমা সেন বলেছেন, 'বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এই মাসের দ্বিতীয় নিম্নচাপ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং একটি গভীর নিম্নচাপের আকারে গুজরাটের উপরে রয়েছে... এর কারণে গুজরাট, সৌরাষ্ট্রে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। কেরল, দক্ষিণ কর্ণাটক এবং ওড়িশার জন্য ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে। আমরা এই জায়গাগুলির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছি, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হবে।'

শিবাজী পার্কে বসানো হবে রমাকান্ত আচরেকারের মূর্তি

মুম্বই, ২৯ আগস্ট (হি.স.): রমাকান্ত আচরেকার শচীন টেন্ডুলকারের ছোটবেলার কোচ ছিলেন। মহারাষ্ট্র সরকার সেই রমাকান্ত আচরেকারের জন্য একটি স্মারক অনুমোদন করেছে। ৬ ফুট লম্বা আচরেকারের মূর্তিটি তৈরি হবে শিবাজি পার্কে। মহারাষ্ট্র সরকার

মেয়েদের আরও কত ভয়াবহতা সহ্য করতে হবে, মমতাকে প্রশ্ন সুকান্তর

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার মেয়েদের এরকম আরও কত ভয়াবহতা সহ্য করতে হবে?"বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে এই প্রশ্ন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সুকান্তবাবু লিখেছেন, "দক্ষিণ দিনাজপুরের বিশোহরি ডাঙ্গায় একটি গভীর মর্মান্তিক ঘটনায়, পঞ্চম শ্রেনীর একটি যুবতী আদিবাসী মেয়েকে একজন টিএমসি কর্মী জঘন্যভাবে ধর্ষণ করেছিল। অভিযুক্তর বাবাও একজন টিএমসি নেতা। এই অপরাধী কেবল যুবতীকে অপদস্থ করেনি, গলায় ফাঁস দিয়ে তার জীবন নেওয়ারও চেষ্টা করেছিল। অলৌকিকভাবে, সাহসী মেয়েটি লড়াই করে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। জনগণ ন্যায়বিচারের জন্য চিৎকার করছে। তবুও তারা কেবল আপনার সরকারের উদাসীনতা এবং হুমকি ছাড়ায় কিছু পায়নি। আমাদের শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে, আপনি নির্যাতিতদের কণ্ঠকে উপেক্ষা করে চলেছেন। নিরপরাধ মানুষের কষ্টে আর কতদিন চোখ বুজে থাকবেন? রাস্তায় মানুষের মন ক্ষোভে ভরা, ন্যায়বিচারের জন্য চিৎকার প্রতিদিন দ্রুত বাড়ছে। কবে থামবে এই অবস্থা? দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগের আগে আর কত জীবন ছিন্নভিন্ন হবে? বাংলা আরও ভালো চায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করুন।"

মহিলাদের সুরক্ষায় মমতা সরকারের চরম উদাসীনতা প্রকাশ, অভিযোগ যোগীর

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : মহিলাদের সুরক্ষার প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি সরকারের চরম উদাসীনতা প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে ক্ষমার অযোগ্য সংবেদনশীলতাও।কলকাতায় একজন মহিলা চিকিৎসকের সাথে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার প্রতি রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রকাশিত হতাশাতে সেটাই বোঝা যাচ্ছে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভামঞ্চে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার অংশবিশেষ নিয়ে এভাবেই আপত্তি জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য টিএমসি সরকারের কর্তৃত্ববাদী, নারী-বিরোধী আচরণ নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের জন্য বিব্রতকর, মানবতার অপমান এবং সভ্য সমাজের জন্য বিব্রতকর। এ কথা জানিয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "দেবী পূজার সংস্কৃতির ধারক পূণ্যভূমি "আমার সোনার বাংলা"তে মাতৃশক্তি রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ সেখানকার সরকারকে অবিলম্বে সমগ্র মাতৃশক্তি ও দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত"।

মহিলাদের সুরক্ষায় মমতা সরকারের চরম উদাসীনতা প্রকাশ, অভিযোগ যোগীর

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : মহিলাদের সুরক্ষার প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি সরকারের চরম উদাসীনতা প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে ক্ষমার অযোগ্য সংবেদনশীলতাও।কলকাতায় একজন মহিলা চিকিৎসকের সাথে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার প্রতি রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রকাশিত হতাশাতে সেটাই বোঝা যাচ্ছে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভামঞ্চে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার অংশবিশেষ নিয়ে এভাবেই আপত্তি জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য টিএমসি সরকারের কর্তৃত্ববাদী, নারী-বিরোধী আচরণ নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের জন্য বিব্রতকর, মানবতার অপমান এবং সভ্য সমাজের জন্য বিব্রতকর। এ কথা জানিয়ে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "দেবী পূজার সংস্কৃতির ধারক পূণ্যভূমি "আমার সোনার বাংলা"তে মাতৃশক্তি রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ সেখানকার সরকারকে অবিলম্বে সমগ্র মাতৃশক্তি ও দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত"।

বাবর আজমদের থেকেও পাকিস্তানে বেশি জনপ্রিয় কোহলি, রোহিত : কামরান আকমল

করাচি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): অবসর গ্রহণের আগে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে একবার পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানালেন পাকিস্তানের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক কামরান আকমল। তাঁর মতে, পাকিস্তানে বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানদের চেয়েও জনপ্রিয় ভারতের এই দুই মহাতারকা। কামরান বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে কোহলি ও রোহিত অবসর নেয়ার আগে একবার পাকিস্তান সফর করা উচিৎ। ওরা পাকিস্তান ছাড়া সব দেশে খেলেছে। ওরা পাকিস্তানে এলে পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছ থেকে দারুণ সম্বর্ধনা পাবে। পাকিস্তানে ওদের অনেক ভক্ত আছে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের তিরোধান দিবস

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি. স.) বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের তিরোধান দিবস পালিত হলো। রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজ্য সচিবালয় নবান্নে বৃহস্পতিবার এই উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম একাডেমির ব্যবস্থাপনা"তে শিশির মঞ্চে মাধ্যমে সূচনা হয় দুদিনের অনুষ্ঠানের। রাজ্য চারুকলা পর্ষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা রয়েছে অবনীন্দ্র সভাঘরে। আলোচনার বিষয় - একুশ শতকের ছাপাইছবির ভবিষ্যৎ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা। একাধিক বক্তা এই বিশেষ বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রসঙ্গত কাজী নজরুলের জন্মভিটে পশ্চিম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া"তে এই দিনটি বিভিন্ন আঙ্গিকে স্মরণ করা হয়েছে।

ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে জোকোভিচ, বিদায় নিলেন ক্রেচিকোভা

নিউ ইয়র্ক, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওয়াকওভার পেয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন জোকোভিচ। তৃতীয় সেট চলাকালীন নাম তুলে নেন প্রতিপক্ষ সার্বিয়ারই লাসলো জেরে। প্রথম দু'টি সেট ৬-৪ গেমে জেতার পর জোকার তৃতীয় সেটেও ২-০ এগিয়ে ছিলেন। সেই সময়ই চোট পান জেরে। এরপর আর খেলা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি তিনি। ফলে ওয়াকওভার পেয়ে পরের রাউন্ডে উঠে যান দ্বিতীয় বাছাই জোকোভিচ।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

প্রাকৃতিক তিন উপাদান দিয়েই শ্যাম্পু তৈরি করতে পারেন

মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে শ্যাম্পুর চেয়ে ভাল আর কীই বা আছে? তা ছাড়া তেলতেলে চুল নিয়ে বাইরে যাওয়া বেশ অস্বস্তিকর। কিন্তু শ্যাম্পুর মধ্যে তো নানা রকম রাসায়নিক থাকে। রোজ শ্যাম্পু করলে তো মাথার ত্বকের পিএইচের সমতা নষ্ট হয়। চুলও রুক্ষ হয়ে পড়তে পারে। তবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বিশেষ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে কিন্তু সে ভয় থাকে না। চুলের যত্নে রিঠা, আমলকি, শিকাকাইয়ের মতো ভেষজের ব্যবহার নতুন নয়। এই তিন উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন প্রাকৃতিক শ্যাম্পু। জেনে নিন কী ভাবে সেই শ্যাম্পু তৈরি করতে হয়।

উপকরণ:
৫-৬টি রিঠা
৬-৭টি শিকাকাই
৩-৪টি আমলকি

পদ্ধতি: ১) প্রথমে পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে তিনটি জিনিস ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। সে ক্ষেত্রে রাতে ভিজিয়ে রাখাই ভাল। ২) পরের দিন ভেজানো রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাইয়ের মিশ্রণ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর গ্যাস বন্ধ করে ওই অবস্থায় রেখে দিন বেশ কিছু ক্ষণ। ৩) স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে মিশ্রণের মধ্যে থেকে রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাই ছেঁকে আলাদা করে নিন। ৪) এ বার মিক্সিতে ওই অবশিষ্টাংশ ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। ৫) তার পর বেটে নেওয়া আমলকি, শিকাকাই এবং রিঠার মিশ্রণ ওই তরলের সঙ্গে আরও এক বার মিশিয়ে নিতে হবে। ৬) মিশ্রণ কিন্তু আর জলের মতো পাতলা থাকবে না। এ বার অন্য একটি পাত্রের উপর পাতলা সুতির কাপড় বিছিয়ে নিতে হবে। ৭) কাপড়ের উপর মিশ্রণ ঢেলে ছেঁকে নিলেই শ্যাম্পু তৈরি। ৮) পরিষ্কার, কাচের পাত্রে এই মিশ্রণ ঢেলে রাখতে পারেন। সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে সপ্তাহ দুয়েক পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

কয়েকটি খাবার মহিলাদের বন্ধ্যত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে

কয়েকটি খাবার মহিলাদের বন্ধ্যত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। সম্প্রতি এমনটাই জানাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণা। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, সন্তানধারণের পর তো বটেই, মা হওয়ার পরিকল্পনা করার সময়েও খাওয়াদাওয়া নিয়ে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে মহিলাদের। এ ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে রাশ টানা ভীষণ জরুরি।

নয়তো সন্তানধারণে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা। জেনে নিন, কোন খাবারগুলি কমিয়ে দিতে পারে মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতা।

১) পিৎজা, চিপস, কেকের মতো ট্রান্স ফ্যাট-যুক্ত খাবারগুলি খাবেন না এই সময়ে। এই ট্রান্স ফ্যাট মহিলা ও পুরুষ উভয়ের জন্যই খারাপ। বিশেষ করে মাতৃত্বের সময়ে এটি একেবারেই খাওয়া উচিত না। কারণ তা মহিলাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

২) চিনি বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার এই সময়ে কম খেলেই ভাল। কারণ তা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে সন্তানধারণের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৩) চা, কফি বা মদের মতো পানীয়ও এই সময়ে ত্যাগ করা উচিত। কারণ এগুলি দেহে জলের ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

৪) কোনও রকম প্রক্রিয়াজাত খাবার, যেমন, সসেজ, বেকন, সালামি, হিমায়িত খাবার মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই বন্ধ্যত্বের কারণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেবল ওজন বৃদ্ধিই নয়, আরও বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ৫) বেক করা খাবার, বিশেষ করে পেস্ট্রি, ডোনাট, কেক এবং যে সব খাবারে মার্জারিন আছে, সন্তানধারণের পরিকল্পনা করলে এমন খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

মুখ ভর্তি ব্রণ, মাথা ভর্তি খুশকি থেকে কী ভাবে মুক্তি পাবেন

ত্বকের কালচে ভাব, ব্রণের সমস্যা মেটাতে বাজারচলতি অনেক পণ্যই রয়েছে। তবে রাসায়নিক মিশ্রিত উপকরণের বদলে যদি প্রাকৃতিক উপায়েই ত্বকের যত্ন নিন চান, তা হলে ভরসা করতে পারেন "মাটি"তে। তবে, তা সাধারণ মাটি নয়। মুলতানি মাটি। বহু কাল ধরে ত্বক থেকে চুলের পরিচর্যায় এই মাটির ব্যবহার হয়ে আসছে।

খনিজ সমৃদ্ধ এই মাটির ব্যবহারে রূপটানের চল প্রাচীন ভারতেও ছিল। এই মাটি ত্বকের কালচে ভাব দূর করার, ধুলো-ময়লা পরিষ্কারের, অতিরিক্ত তেল শোষণের ক্ষমতা রাখে।

তবে শুধু মুখ ঝকঝকে করতে নয়, একই উপকরণে চুলের যত্নও নেওয়া যায়। চুল ঝরা হোক বা খুশকির সমস্যা, মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুখ ও চুলের প্যাক। সারা দিনের পর বাড়ি ফিরে মাত্র ১০ মিনিট মেখে রাখলেই, ধীরে ধীরে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিরবে।

ব্যবহার বিধি

ভাল বলেই যথেচ্ছ পরিমাণে মুলতানি মাটি ব্যবহার করা যায় না। মুখের জন্য ১ থেকে দেড় বা ২ চা-চামচই যথেষ্ট। এই মাটির গুণ আরও ভাল ভাবে পেতে গেলে জলের বদলে গোলাপ জল, দুধ, গ্লিসারিন, নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

কী ভাবে মাখবেন?

তৈলাক্ত ত্বকের চর্চায় এই মাটি বিশেষ কার্যকর। এই ধরনের ত্বকে ধুলো-ময়লা লাগলে তা সহজে পরিষ্কার হতে চায় না। ফলে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্রণের

সমস্যাও হয়। তবে মুলতানি মাটি শুধু ত্বককে গভীর ভাবে পরিষ্কার করে না, তা অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সক্ষম।

মুলতানি মাটি ও গোলাপ জল

ব্রণের সমস্যা থাকলে এই প্যাক বিশেষ উপকারী। দেড় টেবিল চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিতে হবে। মৃদু কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কারের পর মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকে লেগে থাকা মাটি তুলতে গিয়ে বেশি জোরে ঘষাঘষি করা চলবে না। মুখের জলের ঝাপটা দিলে মাটি নরম হয়ে যাবে। তার পর আঙুল দিয়ে হালকা হাতে ঘষে তা তুলে ফেলতে হবে।

মুলতানি মাটি ও দুধ

ত্বক শুষ্ক বা স্বাভাবিক হলে মুলতানি মাটি ও দুধের মিশ্রণ ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে সাহায্য করবে। দেড় চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। মুখে মিনিট দশেক রেখে তুলে ফেললেই হবে।

মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কারও ত্বক যদি অতিরিক্ত শুষ্ক হয়, সে ক্ষেত্রে মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কার্যকর হবে। ১ চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে প্যাক বানিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে ১০ মিনিট। তার পর ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বক আর্দ্র ও নরম হবে।

চুলের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার?

খুশকি থেকে চুল পড়া, নানা সমস্যায় কাজে আসে মুলতানি মাটি। ৪ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ৬ টেবিল চামচ মেথির গুঁড়ো এবং ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি মাথার তালু থেকে চুলে লাগিয়ে রাখতে হবে অন্তত ৩০ মিনিট। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল ধোয়া খানিক ঝক্কির হতে পারে। চুলে লেগে থাকা মাটি সহজে উঠতে না চাইলে, সময় নিয়ে প্রতিটি চুল থেকে মাটি সরাতে হবে। মিশ্রণ যদি চুলে লেগে থাকে, তা হলে তা থেকে সমস্যা হতে পারে।

দিনের শেষে ক্লান্তি কাটুক 'গোলাপ-স্নানে'

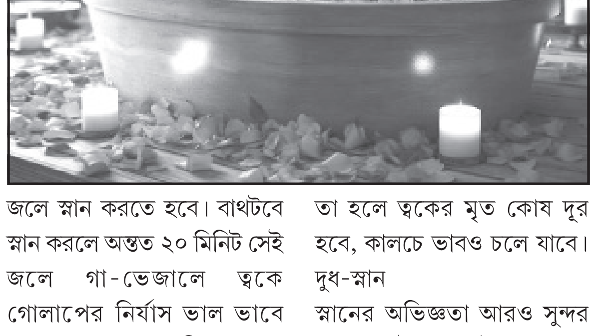

গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো জলে সুন্দরী নায়িকার স্নানদৃশ্য দেখে কখনও কি এমন ফুলেল স্নানের ইচ্ছা হয়েছে? তা হলে, বরং শখ করে বানানো স্নানঘরের বাথটবেও এ ভাবেই স্নান সেরে নিতে পারেন। দিনভরের ক্লান্তি নিমেষে কমে যায় গরম জলে দীর্ঘ ক্ষণ স্নান করলে। কিন্তু প্রতি দিন সেই উপায় থাকে না। কর্মব্যস্ত দিনে এত সময় কই?

তবে ছুটির দিনে বা কাজ শেষে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এমন ভাবে স্নান করলে, শরীর ও মন দুই-ই তরতাজা হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে ঔজ্জ্বল্য আসবে ত্বকেও।

গোলাপ জলে স্নানের নিয়ম

গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে জলে দিতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই জলের তাপমাত্রা। একেবারে ঠান্ডাও নয়, আবার খুব গরমও নয়। জল হতে হবে ঈষদুষ্ণ। না হলে ত্বকের আর্দ্রতা কমে যাওয়ার ভয় থাকবে।

কেন হালকা গরম জলেই গোলাপ-স্নান?

গোলাপে শুধু সুগন্ধই নেই, রয়েছে নানা গুণও। গরম জলে পাপড়ির গন্ধ ও এতে থাকা প্রাকৃতিক তেল যথাযথ ভাবে মিশে যেতে পারে। গরম জলে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে বেশ কিছু ক্ষণ রেখে সেই জলে স্নান করতে হবে। বাথটবে স্নান করলে অন্তত ২০ মিনিট সেই জলে গা-ভেজালে ত্বকে গোলাপের নির্যাস ভাল ভাবে প্রবেশ করবে। পাপড়িতে থাকা প্রাকৃতিক তেলে মুখ ও শরীরে ঔজ্জ্বল্য আসবে।

ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, গোলাপে থাকা প্রাকৃতিক তেল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক মসৃণ রাখতে ও ঔজ্জল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তা। তবে স্নানের জলে পাপাড়ির পাশাপাশি কয়েকফোঁটা "রোজ এসেনশিয়াল অয়েল" মিশিয়ে দিলে গন্ধ ও কাজ, দুই-ই ভাল হবে।

তবে যদি স্নানঘরের বাথটবে গা ভেজানোর আগে, খনিজ সমৃদ্ধ ইপসম সল্টের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা রোজ এসেনসিয়াল অয়েল মিশিয়ে তা দিয়ে সারা শরীর এক্সফোলিয়েট করে নেওয়া যায়, তা হলে ত্বকের মৃত কোষ দূর হবে, কালচে ভাবও চলে যাবে।

দুধ-স্নান

স্নানের অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করতে চাইলে বাথটাবে দু'কাপ কাঁচা দুধও মিশিয়ে নিতে পারেন। দুধের সঙ্গে গোলাপের পাপড়ি, এসেনশিয়াল অয়েলের মিশেলে স্নানের অভিজ্ঞতা অন্য মাত্রা পাবে। বাথটব না থাকলেও এ স্নানের ভাললাগা উপভোগ করা যায়। সে ক্ষেত্রে ছোট গামলা বা বালতিতে ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে দুধ ও গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে নিতে হবে। সেই জলে দীর্ঘ ক্ষণ ধরে স্নান করলেও ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি পাবে।

অনেকের কোনও কোনও এসেনশিয়াল অয়েলে অ্যালার্জি থাকতে পারে। তাই ব্যাবহারের আগে "প্যাচ টেস্ট" করে নেওয়া ভাল।

অতিথির মন জয় করতে পারেন মুড়ির ৩ পদ দিয়ে

সকাল, দুপুর, বিকাল- বাঙালি তিন বেলা মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। সন্ধের ঘরোয়া আড্ডায় চায়ের সঙ্গে মুড়ি-চানাচুরের জুটি রোমিও-জুলিয়েটকেও হার মানায়। তবে মুড়ি দিয়ে বানানো যায় নানা খাবারও। চাইলে বানাতে পারেন।

উপমা- চিড়ের তৈরি উপমা তো অনেক খেয়েছেন। বাড়িতে চিড়ে না থাকলে মুড়ি দিয়েই তৈরি করে নিতে পারেন এই খাবার। পেঁয়াজকুচি, টম্যাপটো, বেল পেপার, সামান্য চিজ এবং অবশ্যাই মুড়ি- এই প্রতিটি উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প সময় বেক করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুড়ির উপমা।

কোফতা কারি- কোফতার সঙ্গে মাছ, মাংসের সম্পর্ক অটুট। তবে মুড়ি দিয়েও তৈরি করা যায় কোফতা। আলু সেদ্ধর সঙ্গে মুড়ি গুঁড়ো করে একসঙ্গে মেখে নিন। তার পর কোফতার আকারে গড়ে ভেজে নিন। সস দই এবং অন্যারন্যমশলা দিয়ে গ্রেভি তৈরি করে তার মধ্যে কোফতাগুলি দিয়ে অল্প জল ঢেলে মাখো মাখো পদ তৈরি করা যায়।

স্প্রিং রোল - খুদে স্প্রিং রোল খেতে পছন্দ করে। কিন্তু সন্তানের স্বাস্থ্যেলর কথা ভেবে বাইরের খাবার একেবারেই খেতে দিতে চান না। সেক্ষেত্রে মুড়ি দিয়েই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন স্প্রিং রোল। রোলের পুর বানিয়ে নিয়ে মুড়ি গুঁড়ো, টোফু, শাকসব্জি দিয়ে। রোলের মধ্যে পুর ভরে ভেজে নিলেই তৈরি স্প্রিং রোল।

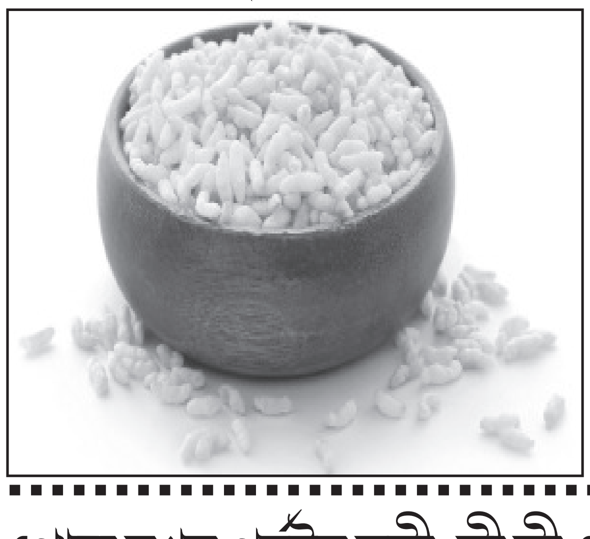

কোন কোন অভ্যাস রপ্ত করলেই বাঁচতে পারে জল

স্নান, শৌচকার্য, রান্না, জামাকাপড় কাচা ও খাওয়ার জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন তা খরচের পরেও জল বাঁচানো খুব কষ্টকর কাজ নয়। সাংসারিক ও জৈবিক কাজে যেটুকু জল পর্যাপ্ত, সেটুকুই ব্যবহার করা দরকার। অপ্রয়োজনে ও অতিরিক্ত জল খরচ করা কাজের কথা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু বদল এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে, ভূবিজ্ঞানীরাও সতর্ক করে বলেছেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে। পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়েই। তাই বাড়তি সতর্কতা জরুরি। শুরুটা হোক নিজের বাড়ি থেকেই। রোজের কিছু অভ্যাসেই প্রতি দিন অল্প অল্প করে জল বাঁচানো সম্ভব।

জল বাঁচাতে কী কী করবেন? ১) জলের লিকেজ যেন না হয়। বাড়ির সব কল, পাইপলাইন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। বাথরুম, রান্নাঘরে জলের পাইপ পরীক্ষা করে নিন।

২) স্নানের সময়ে শাওয়ার ব্যবহার না করে বরং বালতি-মগ ব্যবহার করলে ভাল হয়। শাওয়ারে স্নান করার মজা আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে জলের খরচ বেশি হয়।

৩) ময়লা জামাকাপড় একসঙ্গে জমিয়ে রেখে একদিনে ওয়াশিং মেশিনে যতটা হয় দিয়ে কেচে ফেলুন। রোজ রোজ মেশিন চালালে জলের অপচয় বেশি হবে।

৪) দরকার ছাড়া জলের কল খুলে না রাখাই ভাল। ব্যবহারের পর তা বন্ধ করে দিন। আবার যখন প্রয়োজন তখন খুলে কাজ করবেন।

৫) বাড়ির ট্যাঙ্ক ভরার জন্য পাম্প চালালে তা ঘড়ি দেখে বন্ধ করার অভ্যাস করুন। ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জলের ধারা যেন বয়ে না যায়।

৬) বালতি বালতি জল বারান্দা বা উঠোনে না ঢেলে, মগ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এতে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কমবে।

৭) গাড়ি পরিষ্কারের সময়ে বিশেষ খেয়াল রাখুন। হোস পাইপ দিয়ে গাড়ি না ধুইয়ে বরং বালতির জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে গাড়ি মুছতে পারেন। এতে গাড়ি ভাল পরিষ্কার হবে। জলও বাঁচবে।

জলের পুনর্ব্যবহারও করতে পারেন

বালতি বা গামলায় জল ভরে তাতে সব্জি, ফল বা চাল ধুয়ে নিন। সেই জলই গাছে দিতে পারেন। চাল ধোয়া জল গাছের জন্যও ভাল।

জামাকাপড় কেচে সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং বাথরুম বা রান্নাঘর পরিষ্কারের কাজে লাগাতে পারেন। এতে জলের পুনর্ব্যবহারও হবে, অতিরিক্ত খরচও হবে না। সম্ভব হলে বৃষ্টির জল ধরে রাখুন। যদি ফিল্টার বসিয়ে বৃষ্টির জল হারভেস্ট করা সম্ভব হয় তো খুবই ভাল। সেই জল রান্নার বা বাথরুমের কাজে লাগাতে পারেন। না হলে একটা পাইপ লাগাতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আর নীচে একটা ছোট জলাধার তৈরি করতে হবে। সেখানে বৃষ্টির জল এসে জমা হবে। বাগানে জল দেওয়া, বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজে এই জল কাজে লাগানো যেতে পারে।

চোখের তলার ত্বকের রং বদলে যায় কেন?

রাতের পর রাত ঘুম হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে চোখের তলায় কালি পড়া স্বাভাবিক। কিংবা প্রচণ্ড মানসিক চাপ, আঘাত থেকেও চোখের তলায় কালচে ছোপ পড়ে। তবে চোখের তলার চামড়া বা মণির রং কখনও গোলাপি, ধূসর হয়ে উঠতে পারে। চোখের মণি হয়ে উঠতে পারে রক্তবর্ণও। কিন্তু কেন এমনটা হয়?

চোখের চিকিৎসকেরা বলছেন, চোখ কিংবা চোখের মণির রং কেমন হবে তা অনেকটাই জিনের উপর নির্ভর করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার রং বদলে যাওয়াও স্বাভাবিক। তবে প্রাপ্তবয়স্ক কারও চোখে যদি হঠাৎ এমন পরিবর্তন আসতে শুরু করে, তা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। শুধুমাত্র রাত জাগা কিংবা মানসিক চাপ এই ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে না। কী কী কারণে এই ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে?

১) বর্ষাকালে ব্যাক্টেরিয়াবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যে কারণে এই মরসুমে কনজাংটিভাইটিসের মতো রোগেরও বাড়বাড়ন্ত হয়। কনজাংটিভাইটিস হলে কিন্তু চোখের রং গোলাপি বা রক্তবর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

২) কোনও কারণে আঘাত লাগলে চোখের ভিতর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। চিকিৎসা পরিভাষায় যা "সাবকনজাংটিভাল হেমারেজ" নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই ধরনের সমস্যা হলে চোখ লাল হয়ে থাকে।

৩) সূর্যের অতিবেগনি রশ্মিও কিন্তু চোখের ক্ষতি করে। যার ফলে চোখ এবং সেই সংলগ্ন ত্বকের রং ফ্যাকাসে হয়ে যেতে পারে। চোখের চারপাশের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়াও অস্বাভাবিক নয়।

জিন ছাড়াও আরও দু"টি কারণে চোখের রং বদলে যেতে পারে। সেগুলি হল বয়স এবং পরিবেশ। অবশ্য জটিল কোনও রোগভোগের ক্ষেত্রেও এমনটা হতে পারে। তবে তা রোগমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। যদি তা না হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। চাখ ভাল রাখতে কয়েকটি বিষয়ও মেনে চলা জরুরি। যেমন চোখের চারপাশের ত্বক আর্দ্র রাখা। পর্যাপ্ত জল খাওয়া। বাইরে বেরোনোর আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। রোদচশমা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে পারলে আরও ভাল হয়। চোখের তলায় কালচে ছোপ দূর করতে ভাল মানের সিরাম মাখা যেতে পারে। ঘরোয়া টোটকা হিসাবে কাঠবাদামের তেল কিংবা নারকেল তেলও ভাল।

পোষ্য যখন পর্যটন সঙ্গী, কী কী খেয়াল রাখবেন?

পোষ্যকে নিয়ে কোথাও ঘুরে আসবেন ভাবছেন? তা হলে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতেই হবে। যেখানে যাচ্ছেন সেই জায়গাটি পোষ্যের জন্য উপযুক্ত কি না, থাকার জায়গা কী ভাবে বাছবেন, খাওয়াদাওয়া তো আছেই, ট্রেন বা প্লেনের টিকিট কাটার সময়ে কী কী খেয়াল রাখতে হবে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি জেনে নেওয়াই ভাল। পোষ্য যখন পর্যটন সঙ্গী, কী কী খেয়াল রাখবেন? ১) সবচেয়ে আগে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। পোষ্যের শারীরিক অবস্থা কেমন, পাহাড়ে গেলে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, পোষ্যের যদি কোনও অসুখ থাকে, তা হলে তাকে নিয়ে যেতে পারবেন কি না ইত্যাদি বিশদে জেনে নিতে হবে। কী কী ওষুধ সঙ্গে নেবেন তা-ও জেনে নেওয়া জরুরি। ২) পোষ্য সব জায়গায় হেঁটে যেতে পারবে না হয়তো। তাই আরামদায়ক ক্যারিয়ার প্রয়োজন। পোষ্যের আকার, ওজন অনুযায়ী ক্যারিয়ার কিনতে হবে। ট্রেনে বা গাড়িতে এমন ক্যারিয়ার কাজে লাগবে। কিছু বিমান সংস্থা পোষ্যের জন্য আলাদা ক্যারিয়ার দেয়। তবে নিজেরটা সঙ্গে রাখাই উচিত।

৩) পোষ্যের পরিচয়পত্র দরকার। নিজের পরিচয়পত্র যেমন সঙ্গে নিচ্ছেন, তেমনই পোষ্যের নাম, মালিকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি বিস্তারিত লিখে বা প্রিন্ট করে তার কলারে লাগিয়ে দেবেন। যদি কোনও কারণে হারিয়ে যায়, তা হলে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। ৪) হোটেল বুক করার আগে জেনে নেবেন সেখানে পোষ্যকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে কি না। পোষ্যের জন্য আলাদা খরচ দিতে হবে কি না অথবা হোটেলের ঘরে পোষ্যকে একা রেখে যেতে পারবেন কি না। ৫) ট্রেনে পোষ্যকে নিয়ে যেতে হলে ভারতীয় রেলের গাইডলাইন মানতে হবে। প্রথম শ্রেণির কামরায় কুপ বা কেবিন বুক করতে হবে। তার জন্য আগেই আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। প্ল্যাটফর্মের পার্সেল বুকিং কাউন্টারে একটি টিকিট বুক করতে হবে। এতে যাত্রীরা তাদের পোষা প্রাণীকে লাগেজ বক্সেও নিয়ে যেতে পারেন। পোষ্যকে নিয়ে ভ্রমণের আগে পশু চিকিৎসকের শংসাপত্র নিয়ে আসতে হবে। শংসাপত্রে পোষা প্রাণীটির সমস্ত টিকা দেওয়া হয়েছে কিনা, তার উল্লেখ থাকতে হবে স্পষ্ট ভাবে। সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে প্রাণীটি কোন প্রজাতির, তার আকার, ওজন, লিঙ্গও উল্লেখ করতে হবে। ট্রেন ছাড়ায় তিন ঘণ্টা আগে পৌঁছে সমস্ত নথিপত্র জমা করতে হবে। সেখানে সারমেয়ের ওজন করা হবে এবং প্রতি কিলোগ্রাম অনুযায়ী ৩০ টাকা মূল্য ধার্য করা হবে। এই প্রক্রিয়াগুলো শেষ হলে, আপনি পোষ্যের টিকিট হাতে পেয়ে যাবেন। পোষ্যের খাবার ও পানীয়ের দায়িত্ব হবে মালিকের। পোষ্যের আঘাত লাগলে বা কোনও জায়গা নোংরা করলে, তার দায়িত্বও হবে মালিকের।

বৃহস্পতিবার রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনি অনুষ্ঠানে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য এবং মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব ছবি।

আগামীকাল বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন চম্পই সোরেন, সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের অঙ্গীকার

রাঁচি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): শুক্রবার ৩০ আগস্ট বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রাক্তন নেতা চম্পই সোরেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সব দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের অঙ্গীকার করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চম্পই সোরেন বলেছেন, 'আমি অনেক আলোচনার পর সেই দলে (বিজেপি) যোগ দিতে যাচ্ছি। সেখান থেকে আমি আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষা করব। তাঁদের জনসংখ্যা কমছে, আমি সেই বিষয়ে আমার কণ্ঠস্বর তুলব। আমি বিজেপিতে যোগ দেব। আগামীকালের পরে আমাকে যে সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হবে তা আমি কাঁধে নেব।'উল্লেখ্য, ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সমস্ত পদ এবং হেমন্ত সোরেন—সরকারের মন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন। জেএমএম সভাপতি শিবু সোরেনকে লেখা চিঠিতে তিনি জানান, দলের কাজের ধরন এবং নীতি তাঁকে দল ছাড়তে বাধ্য করেছে। হেমন্ত সোরেন সরকারের জলসম্পদ, উচ্চ শিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

আটক চার বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

জলপাইগুড়ি, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) ১৫তম ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি)-এর জওয়ানরা চার বাংলাদেশী নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে।একটি বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করেছে জওয়ানরা। ধৃত বাংলাদেশিদের নাম হলো নিমাই চন্দ্র বর্মন (৪২), সনাতন রায় (২৮), পরিতোষ রায় (২) ও মলিন চন্দ্র রায় (৩৩)। বৃহস্পতিবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তথ্য অনুসারে, টোটোতে হলদিবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় বিএসএফ কর্মীরা চারজনকে ধরে ফেলে। ধৃত বাংলাদেশিদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ধর্মনগর, আই টি আই- তে শূন্য আসনে Walk-In- Admission এর মাধ্যমে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্ত ধর্মনগর, আই টি আই-এ বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তির জন্য এখনও কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই টি আই, ধর্মনগরে ২০২৪-২০২৫ ইং এবং ২০২৪-২৬ ইং শিক্ষাবর্ষে Walk-In-Admission এর মাধ্যমে First Come First Serve (আগে আসলে আগে পাবে) ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডের শূন্য আসনে category অনুযায়ী ভর্তি করা হবে।

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষনের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসনের সংখ্যা		
			UR	SC	ST
1	Computer Operator & Programming Assistant (1 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	01	03 (01 Ex-Serviceman)	02
2	Fashion Design & Technology (1 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	02	02	01
3	Welder (1 Year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ন	02 (01 Ex-serviceman)	02	05
4	Electrician (2 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	01	NIL	NIL
5	Electronic Mechanics (2 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	03	NIL	2 (01 Ex-Serviceman)
6	Mechanic (Motor Vehicle) (2 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	01	NIL	NIL
7	Wireman (2 Year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ন	07	03	06

PH Category তে আসন সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

উপরিউক্ত আসনগুলিতে Category অনুযায়ী ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের Original নথিপত্র যথা-02 (Two) Passport Size Photograph, Aadhar Card, Ration Card, Mark Sheet, Madhyamik Admit/Birth Certificate, Caste Certificate, PRTC, Bank Pass Book এবং নগদ ১,০০০/- টাকা (Caution Money) সহ নিম্নে উল্লেখিত নির্ঘন্ট অনুসারে ধর্মনগর আই টি আই-এ স্বশরীরে উপস্থিত থেকে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং ভর্তির সময় সব নথিপত্রের Self-attested Photocopies জমা করতে হবে।

- ভর্তির তারিখ : ৩১/০৮/২০২৪ (শূন্য আসনের সাপেক্ষে)
- ভর্তির সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- ভর্তির স্থান : ITI, ধর্মনগর

আসন সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
বিস্তারিত জানার জন্য ITI, Dharmanagar এর ট্রেনিং সেকশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অধ্যক্ষ 28/8/24
আই টি আই, ধর্মনগর
উত্তর ত্রিপুরা

ICA/D-727/24

Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকার, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক Post Matric Scholarship, Pre Matric Scholarship for Class IX & X এবং Pre-Matric Scholarships to the Children of Those Engaged in Occupations Involving Cleaning and Prone to Health Hazards - এর ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য ত্রিপুরায় বসবাস কারী সকল SC ছাত্র/ছাত্রী এবং সাফাই কাজের সঙ্গে নিযুক্ত পরিবারের ছাত্র ছাত্রীদের National Scholarship Portal (https://scholarship.gov.in)-এর মাধ্যমে online application করার জন্য National Informatics Centre, Govt. of India দ্বারা উক্ত Portal টি open করা হয়েছে।

এতদ্বারা ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাস কারী তপশিলী জাতি ভুক্ত সকল ছাত্র/ছাত্রীদের নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে online application করার আহ্বান করা হচ্ছে :

SL No,	Name of Schemes	Period for online application by the SC students	Period for Verification
			Institute level
i	Post-Matric Scholarship to SC students.	28/08/2024 to 31/01/2025	28/08/2024 to 15/02/2025
ii	Pre-Matric Scholarship for to Students, Class IX-X.	28/08/2024 to 31/01/2025	28/08/2024 to 15/02/2025
iii	Pre-Matric Scholarship to the children of those engaged in occupations involving cleaning and prone to Health Hazards	28/08/2024 to 31/01/2025	28/08/2024 to 15/02/2025

বিদ্যালয়স্তরের ও সাধারন ডিগ্রী স্তরের ছাত্র/ছাত্রীরা আবেদন পত্র পুরন করার print copy নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হইবে এবং বহিরাজ্যে পাঠ্যরত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের print copy-এর সঙ্গে অন্যান্য প্রমাণ পত্র সহ তাদের দ্বারা তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরে জমা দিতে হইবে।

আবেদনকারী ছাত্র/ছাত্রীদের আবেদনপত্র নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/অধ্যক্ষের দ্বারা উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে Verification করাতে হইবে।

উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে যদি কোন ছাত্র/ছাত্রী নিজ নিজ আবেদন করতে না পারে তাহলে দপ্তরের কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবেনা এবং উল্লেখিত সময়ের পর দ্বিতীয় বার (2nd time) আবেদন করার জন্য Scholarship Portal re-open করানো হবে না।

বিস্তারীত বিবরনের জন্য তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে দূরভাষ (০৩৮১) ২৩২-৩৩৬৩ এবং website: www.scw.tripura.gov.in

অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-723/24

৪ সেপ্টেম্বর ধানবাদ থেকে কোয়েম্বাটুর পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন

রাঁচি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে ধানবাদ থেকে কোয়েম্বাটুর পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিলো ভারতীয় রেল। এই বিশেষ সাপ্তাহিক ট্রেনটি চলতি বছরের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যন্ত চলবে। এই ট্রেনটি কোডারমা, গয়া, প্রয়াগরাজ, বিজয়ওয়াড়া হয়ে যাবে।

জানা গেছে, চলতি বছরের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার এই ট্রেনটি ধানবাদ থেকে ছাড়বে কোয়েম্বাটুরের উদ্দেশ্যে। আর কোয়েম্বাটুর থেকে ধানবাদ পর্যন্ত ট্রেনটি চলবে ৭ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছরের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

ছত্তিশগড়ে এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ মহিলা মাওবাদী, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

রায়পুর, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে মাও-দমন অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ মহিলা মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। বৃহস্পতিবার সকালেই বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, এদিন সকালে নারায়ণপুর ও কাঙ্কের জেলার সীমান্তে নিরাপত্তা বাহিনী ও নকশালদের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হয়।এই গুলির বিনিময় শেষে মাধ এলাকায় মাওবাদীদের পোশাক পরিহিত ৩ মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ওই এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে।

সভায় মমতার ভাষণে প্রতিবাদ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): "দিদি উত্তর-পূর্বকে হুমকি দেওয়ার সাহস পান কী করে? আমি এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই।" তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভামঞ্চে বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার অংশবিশেষ নিয়ে এভাবেই আপত্তি জানালেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

এক্স-বার্তায় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী মমতার বক্তৃতার ভিডিয়ো যুক্ত করে লিখেছেন, তাঁকে প্রকাশ্যে উত্তর-পূর্ব এবং বাকি জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবিলম্বে বিভাজনমূলক রাজনীতির সাথে হিংসা এবং ঘৃণা উস্কে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। একজন রাজনৈতিক নেতার প্রকাশ্য মঞ্চে হিংসার হুমকি দেওয়া অত্যন্ত অপ্রীতিকর।"

এএপি-তে প্রত্যাবর্তন, বিজেপি ছেড়ে ফের কেজরিওয়ালের দলে সামিল রামচন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): মোহভঙ্গ হয়ে গেল, ফের আম আদমি পার্টি (এএপি)-তে ফিরে এলেন কাউন্সিলর রামচন্দ্র। বৃহস্পতিবার এএপি নেতা মনীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে এএপি-তে পুনরায় যোগ দিয়েছেন রামচন্দ্র। দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া তাঁকে সাদরে নিজের দলে স্বাগত জানিয়েছেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে আরও ৪ জন এএপি কাউন্সিলর সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আম আদমি পার্টিতে ফিরে এসে রামচন্দ্র বলেছেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়া তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল এবং তিনি আজীবন আম আদমি পার্টির সঙ্গে থাকবেন। কেজরিওয়ালের দলও তাঁকে সাদরে স্বাগত জানিয়েছে।

দিল্লির জগৎপুরী বাসস্ট্যান্ডে পুড়ে ছাই আস্ত বাস, শর্ট সার্কিটেই বিপত্তি বলে অনুমান

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): দিল্লির জগৎপুরী বাসস্ট্যান্ডে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি আস্ত বাস। শর্ট সার্কিট থেকে এসি প্লান্টে আগুন লাগে, মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখায় বাসটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। দমকল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে জগৎপুরী বাসস্ট্যান্ডে একটি ক্লাস্টার বাসে আগুন লাগে। আগুন লাগা মাত্রই এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং প্রায় ৪০ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিভিয়ে ফেলে। কোনও হতাহতের অথবা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। স্টেশন অফিসার (দমকল) অনুপ সিং বলেন, 'আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসের আগুন নিভিয়েছি। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। চালক বলেছেন, শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে এসি প্ল্যান্টে আগুন লেগেছিল। বাসটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গেছে।'

জাতীয় ক্রীড়া দিবসের শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতের জাতীয় ক্রীড়া দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "জাতীয় ক্রীড়া দিবসের শুভেচ্ছা। আজ আমরা মেজর ধ্যানচাঁদ জিকে শ্রদ্ধা জানাই। খেলাধুলার প্রতি অনুরাগী এবং যারা ভারতের হয়ে খেলেছেন তাঁদের প্রশংসা করার এটি একটি উপলক্ষ।

আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে দু'দিনের নাট্যমেলা স্থগিত, টাকা ফেরৎ

মালদা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালের ঘটনার সুবিচারের দাবিতে এবার দু'দিনের নাট্যমেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মালদার একটি নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যরা। জানানো হয়েছে, ওই দু'দিন মঞ্চের বদলে রাস্তায় নাটক করে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ হবে। এই সঙ্গে, রাজ্য সরকারি অনুদানও ফেরাল নাট্যদল। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমিতে চিঠি লিখে অনুদানের ৫০ হাজার টাকার চেক ফেরত পাঠিয়েছেন তাঁরা। এ কথা ঘোষণা করেছেন নাট্য দলের সভাপতি শরদিন্দু চক্রবর্তী।

আগামী ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ---কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রানাঘাটের নাট্যদল নিয়ে আগামী শনি এবং রবিবার নাট্যমেলা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বলেন, "রাস্তায় নেমে নাটকের মাধ্যমে আমরা রবিবার প্রতিবাদ জানাব।" এছাড়া অনুদানের ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে শরদিন্দুবাবুর বক্তব্য, "২৮ বছর ধরে আমাদের নাটকের দল রয়েছে। এবারই প্রথম আমরা রাজ্যের অনুদানের ৫০ হাজার টাকা পেয়েছিলাম। তবে আর জি করে যে ঘটনা ঘটেছে, তা মুখে আনা যায় না। এছাড়া রাজ্য সরকারও ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার প্রয়াসে আমরা মর্মাহত।" তাই, অনুদানের টাকা ফেরৎ দিয়েছি।

চোখে আঘাত পাওয়া সার্জেন্টকে দেখতে হাসপাতালে মুখ্যসচিব

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): নবান্ন অভিযানে চোখে আঘাত পাওয়া পুলিশ সার্জেন্টকে দেখতে হাসপাতালে এলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা।

বুধবার তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, "নবান্ন অভিযানে একটি চোখ নষ্ট হয়ে .যাওয়া ওই পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব কে নেবে?" নবান্ন সূত্রে খবর, পরে সরকারি মহলে ওই পুলিশকর্তার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রীই।

বৃহস্পতিবার হাসপাতালে গিয়ে জখম পুলিশ সার্জেন্ট এবং তাঁর পরিবারকে সেই কথা জানিয়ে এসেছেন মুখ্যসচিব।

একই সঙ্গে ওই সার্জেন্টের কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশ্বাস দিয়ে এসেছেন গোপালিকা।

নবান্ন অভিযানে আন্দোলনকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশ সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তীর।

চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করানো হয় বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানেই পৌঁছন মুখ্যসচিব গোপালিকা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 07/EE/WRD-I/e-tender/2024-25.
Dated:- 27/08/2024.

invites The Executive Engineer, WRD-I, Kunjaban, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', online percentage rate e-tender from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State & Central of appropriate class with experience in similar nature of work on 17-09-2024 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on 18-09-2024 at 4:00 PM, if possible for the following work:-

Sl. No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 43/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 69,83,394.00	₹ 1,39,668.00	06 (Six) months.
2	DNIeT No: 47/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 58,11,175.00	₹ 1,16,224.00	06 (SIX) months.
3	DNIeT No: 48/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 31,89,556.00	₹ 63,791.00	06 (Six) months.
4	DNIeT No: 57/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 70,18,548.00	₹ 1,40,371.00	12 (twelve) months.
5	DNIeT No: 59/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 46,91,963.00	₹ 93,839.00	06 (Six) months
6	DNIeT No: 60/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 30,97,286.00	₹ 61,946.00	06 (Six) months.
7	DNIeT No: 69/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 79,36,389.00	₹ 1,58,728.00	06 (Six) months.
8	DNIeT No: 77/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 34,89,179.00	₹ 69,,784.0	04 (four) months.
9	DNIeT No: 78/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 36,28,152.00	₹ 72,563.0	04 (four) monhs.
10	DNIeT No: 79/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 62,86,745.00	₹ 1,25,735.00	06 (Six) months.
11	DNIeT No:82/SE/WRC-I/DNIeT/2024-25	₹ 38,47,261.0	₹ 76,945.00	03 (three) months.

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.
ICA/C/1306/24

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-I,
Kuniahan Agartala Tripura

Executive Engineer, W.R Division No-II Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 03/EE/WRD-II/2024-2025 Dated 27-08-2024.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 20 /EE/WRD-II/2024-25.	₹4 ,38,323.00	₹8,766.00	06(six) months.	Rs. 1000.00
2	DNIeT No: 21/EE/WRD-II/ 2024-25.	₹21,94,943.00	₹43,899.00	06(six) months.	Rs. 1000.00
3	DNIeT No: 22 /EE/WRD-II/2024-25.	₹.22, 80,087.00	₹45,602.00	06(six) months.	Rs. 1000.00
4.	DNIeT No: 23 /EE/WRD-II/2024-25.	₹5, 91,344.00	₹ 11,827.00	01(One) Year	Rs. 1000.00
5.	DNIeT No: 24 /EE/WRD-II/2024-25..	₹7, 84,277.00	₹15,686.00	01(One) Year.	Rs. 1000.00
6	DNIeT No: 25 /EE/WRD-II/2024-25.	₹3, 79,294.00	₹7,586.00	01(One) month.	Rs. 1000.00
7	DNIeT No: 26 /EE/WRD-II/2024-25.	₹2, 42,001.00	₹4,840.00	02(two) months.	Rs. 1000.00
8	DNIeT No: 27 /EE/WRD-II/2024-25.	₹7, 41,876.00	₹14,838.00	06(six) months..	Rs. 1000.00
9.	DNIeT No: 28 /EE/WRD-II/2024-25.	₹7,75,824.00	₹15,516.00	06(six) months.	Rs. 1000.00
10	DNIeT No: 29 /EE/WRD-II/2024-25.	₹.5,16,651.00	₹.10, 333.00	06(six) months.	Rs. 1000.00
11.	DNIeT No: 30 /EE/WRD-II/2024-25.	₹4,84,744.00	₹.9,695.00	06(six) months.	Rs. 1000.00
12.	DNIeT No: 31 /EE/WRD-II/2024-25.	₹14,20,791.00	₹.28,416.00	04(four) months	Rs. 1000.00
13.	DNIeT No: 32 /EE/WRD-II/2024-25.	₹9,59,388.00	₹19,188.00	03(three) months.	Rs. 1000.00

Last Date of bidding for bids 11-09-2024 upto 15.00Hrs. Opening of Bid on 11-09-2024 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1292/24

(Er. Parimal Debnath), Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

PNIET NO- 18/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T- 24/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25 (2nd Call)	Rs. 950993.00	11-09-2024
2	DNIe-T- 47/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 957474.00	
3	DNIe-T- 49/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 957474.00	
4	DNIe-T- 51/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 957474.00	
5	DNIe-T- 63/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25 (2nd Call)	Rs. 952115.00	
6	DNIe-T- 68/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25	Rs. 964799.00	

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955
ICA/C/1296/24

For and on behalf of Governor of
(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন জামিয়াত উলামায়ে হিন্দ এবং অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: ত্রিপুরা রাজ্য জামিয়াত উলামায়ে হিন্দ এবং অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে রানিরবাজারের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ড: বিশাল কুমারের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। এদিন সংগঠনের নেতৃত্বরা বলেন, রানির বাজারে মূর্তি ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সংখ্যালঘু নিরীহ জনগণের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। পাশাপশি যদি এই মূর্তি ভাঙার ঘটনায় কোনো মুসলিম ধর্মের ব্যক্তি জড়িত থাকে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সংখ্যালঘু সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ হবে। তবে এই ঘটনা যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভাবে রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বতাকে বিনষ্ট করার জন্য রচিত হয়ে থাকে, তবে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

কেন্দ্রীয় দল

● প্রথম পাতার পর

সামগ্রিক দৃশ্য উপস্থাপন করেন। পিডাব্লিউডি (সড়ক ও বিল্ডিং) এবং স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, জলসম্পদ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, এবং কৃষি ও মৎস্য, প্রাণী সম্পদ সহ বেশ কয়েকটি দপ্তরের অন্যান্য সচিব, সপ্তাহব্যাপী বন্যার কারণে ক্ষতির বিবরণ তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট। এদিকে, বন্যায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষের এক প্রতিনিধি দল। দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন জায়গার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখবেন প্রতিনিধি দলটি। প্রথমে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনিয়াতে এসে সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে আলোচনা সভাতে বসেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

দক্ষিণ জেলার বন্যা বিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সহ বিদ্যুৎ, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, স্কুল বিল্ডিং , অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, ব্রীজ, কৃষি, মৎস ক্ষতির তথ্য চিত্র তুলে ধরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা করেন জেলা শাসক স্মিতা মল এমএস।এইদিন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন, বিসি জোশি, জিন্টু দাস ও উমেশ কুমার রাম। এছাড়া অতিরিক্ত সচিব ছিলেন তমাল মজুমদার , অতিরিক্ত জেলা শাসক , বিলোনিয়া মহকুমা শাসক রিঙ্কু লাহার, সহ দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।এরপর বিলোনিয়া মুহুরী নদী, নন্দীপাড়া , মাইছড়া, জীরতলী মেরন টিলা ,পশ্চিম কলাবাড়িয়া বাড়ি ঘরের ধ্বংস স্তূপ সহ বিলোনিয়া ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সংলগ্ন রতন মনি ব্রীজ পরিদর্শন করার পর, দক্ষিণ জেলার শান্তির বাজার, সাব্রুম মহকুমার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি।

প্রাক্তন প্রধান

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ করলেন শংকরী দাস। যদিও লোকজনের উপস্থিতি বাড়তেই মৌসুমী চক্রবর্তী পালিয়ে যায়। ঘটনা খোয়াই থানাধীন সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরবর্তী সময় স্থানীয় নেতারা বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদারের সাথে করেন এবং উনার পরামর্শে মৌসুমী দাসের বিরুদ্ধে খোয়াই মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত শংকরী দাস।কিন্তু উনার অভিযোগ যে, অভিযোগ দায়ের করার পর বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও পুলিশ মৌসুমী চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে মৌসুমী চক্রবর্তীর সাথে গোপন পরামর্শ করে মহিলা পুলিশ ফিরে আসে বলেও অভিযোগ করলেন শংকরী দাস। অবশেষে আইনের দরজা থেকে হতাশ হয়ে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে সুষ্ঠু বিচারের আর্জি জানালেন সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান শংকরী দাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আম্বানি পরিবারকে ছাপিয়ে দেশে ধনীদের তালিকায় শীর্ষস্থানে গৌতম আদানির পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (আরআইএল) প্রধান মুকেশ আম্বানির পরিবারকে পেরিয়ে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির পরিবার দেশের সবচেয়ে ধনী পরিবার হয়েছে। হুরুন ইন্ডিয়া তাদের ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে এই তথ্য দিয়েছে। ২০২৪ সালের হুরুন ইন্ডিয়ার ধনীদের তালিকা অনুযায়ী, মোট ১১.৬ লক্ষ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে ৬২ বছর বয়সী গৌতম আদানি এবং তাঁর পরিবারের। ধনীদের তালিকায় আদানি পরিবার প্রথম স্থান অধিকার করে মুকেশ আম্বানির পরিবারকেও ছাপিয়ে গেছে। জানা গেছে, মুকেশ আম্বানির পরিবারের মোট সম্পত্তি ১০.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। এও জানা যাচ্ছে, গত এক বছরে আম্বানি পরিবারের সম্পত্তি বেড়েছে ২৫ শতাংশ। হুরুন ইন্ডিয়ার এই প্রতিবেদনটি ৩১ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ গণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। এই প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আদানি পরিবার গত এক বছরে তাঁদের মোট সম্পত্তির পরিমান ৫,৬৫,৫০৩ কোটি টাকা বাড়িয়েছে। তাঁদের সম্পদ ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ রিপোর্টের পরেও তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে। এছাড়া এইচসিএল টেকনোলজিসের শিব নাদার এবং তাঁর পরিবার তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আর ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সিরাম ইনস্টিটিউটের কর্ণধার সাইরাস এস. পুনাওয়ালার পরিবার তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে। পঞ্চম স্থানে রয়েছে সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের দিলীপ সাঙ্ঘভি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ধনীদের সম্পদের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রতিবেদনে এমন ১৫৩৯ জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁদের মোট সম্পত্তির মূল্য এক হাজার কোটি টাকার বেশি।

তেলুগু ভাষা দিবসে শুভেচ্ছা জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা তেলেগু ভাষা দিবস উপলক্ষে সমস্ত তেলেগুভাষী মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এক টুইট বার্তায় জে পি নাড্ডা বলেন যে, তেলুগু কেবল একটি ভাষা নয়, এটি আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জীবন্ত উদাহরণ। যা শতাব্দীব্যাপী শৈল্পিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে অবদান রেখেছে। দেশের সংস্কৃতিতে তেলুগু ভাষার অনন্য ঐতিহ্যকে স্মরণ করে এদিন তেলেগু ভাষা দিবস উদযাপনের আহ্বান জানান বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা।

নালন্দায় পুকুরে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু

বিহার শরীফ, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বিকেলে নালন্দা জেলার রাজগীর থানা এলাকার ঠাকুরস্থান গ্রামে পুকুরে ডুবে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। মৃত তরুণ যাদব, রাজগীর ব্লকের ঠাকুর স্থান গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনার বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে খাবার খেয়ে পুকুর পাড়ে ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ পুকুরের জলে পড়ে ডুবে যান। শ্রমিকরা ঘটনাটি দেখে খবর দেন তার পরিবারের সদস্যদের। স্বজন ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় বৃদ্ধের দেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করে রাজগীর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বিহার শরীফ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

সিতাইয়ে নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার

সিতাই, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার করল সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সিতাই থানার দেবিকান্তেশ্বরী সেতু সংলগ্ন সিঙ্গারী নদী সংলগ্ন সিঙ্গিমারি নদীতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিতাই ব্লকের শিলদুয়ার গ্রামের যুবক দীপঙ্কর বর্মন(২০) তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে শিঙ্গিমারি নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান। তাঁর সঙ্গীদের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে নদীতে তল্লাশি শুরু করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, সিতাই থানার আইসি দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিডিও নিবিড় মণ্ডল প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার সকালে সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা নদীতে স্পিডবোট নামিয়ে সকাল থেকে তল্লাশির কাজ শুরু করেন। অবশেষে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আইসি দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

নয় বনমালীপুর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা পূর্ব থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

কংগ্রেস নেতৃত্বরা বলেন, নিজ বিধানসভা এলাকাতেই কংগ্রেস বিধায়কের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রশাসন এই বিষয়ে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। দুষ্কৃতিকারীরা বিজেপি দলের সমর্থক বলে দাবি কংগ্রেসের। বৃহস্পতিবার ডেপুটেশন প্রদান করে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

কর্মশালা

● আটের পাতার পর

অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এই সেশনে আলোচনার পাশাপাশি, বাঁশের হস্তশিল্পের স্থানীয় কারিগর এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রচারকারী সংস্থা ইয়োরমুং সম্মেলন স্থলের পাশে একটি স্টল খুলেছে। এই স্টলটি ত্রিপুরার সমৃদ্ধ বাঁশের হস্তশিল্প সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে, যা কর্মশালায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক মাত্রাকে যুক্ত করেছে।

স্থানীয় কমিউনিটি রেডিও স্টেশন "ফ্রেন্ডস সিআর" এর প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যসূচীর শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের পরিচালনা এবং সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। স্থানীয় সমাজের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসেবে কমিউনিটি রেডিওকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে অংশগ্রহণকারীদের আরও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন করে তোলার জন্য আগামীকালও এই কর্মশালা চলবে।

ফের সিভিক ভলান্টিয়ারদের বড় ঘোষণা, এবার অবসরকালীন সুবিধা বৃদ্ধি

কলকাতা, ২৯ আগস্ট (হি.স.): অতি সম্প্রতি সিভিক ভলান্টিয়ারদের পুজোর বোনাস দেওয়র কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এবার তাদের নতুন উপহার অবসরকালীন সুবিধা বৃদ্ধি। বাড়ানো হল রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের অবসরকালীন অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ।বর্তমানে সিভিক ভলান্টিয়াররা ৩ লক্ষ টাকা করে টার্মিনাল বেনিফিট অর্থাৎ অবসরকালীন সুবিধা পান। সেটা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নবান্ন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের অধীনের সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়াররা অবসরের সময়ে এই সুবিধা পেতে চলেছেন।

২৫বারের অধিক রক্তদাতাদের সম্বর্ধনা

বাঁকুড়া, ২৯ আগস্ট (হি. স.) : বড়জোড়া সুপার স্প্যাশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে যারা ২৫ বা তারও বেশি বার রক্তদান করেছেন এবং যে সকল সংস্থা শিবির করে এই ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের যোগান দিয়ে গেছেন তাদের বিশেষ সম্মান ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।বড়জোড়া উন্মেষ হলে এই উপলক্ষে আয়োজিত এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, বড়জোড়া সুপার স্প্যাশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ সোমনাথ নন্দী, আসানসোল ব্লাড ব্যাঙ্কের আধিকারিক ডা: সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বড়জোড়া ব্লাড ব্যাঙ্কের এমওআইসি ডা: পর্ণা ভৌমিক, জয়েন্ট বিডিও শুভঙ্কর সিংহ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।বড়জোড়া ব্লাড ব্যাঙ্কের মেডিক্যাল অফিসার ডা: সুরঞ্জনা সরকার বলেন, যারা ২৫ বার বা তার বেশি রক্তদান করেছেন এমন ৩৫ জন রক্তদাতা ও ১২ জন সংগঠককে সংবর্ধনা দিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, সবচাইতে বেশি ৪২ বার রক্তদান করে নজির গড়েছেন বড়জোড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী। ২৫ বারের বেশি রক্ত দিয়েছেন ডিভিসির কর্মী অসীম মন্ডল। এদিন সুজিত চক্রবর্তী বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সময় উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র ছিলেন তিনি। সেই সময় তার স্মৃতিতে বেলিয়াতোড়ের শিবিরে প্রথম রক্তদান করেছিলেন। তারপর থেকে ধারাবাহিক ভাবে চলছে। তিনি বলেন, রক্ত দেওয়া শরীরের পক্ষে যেমন উপকারি তেমনি একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে। সম্ভব হলে তিনি রক্তদান করার সেঞ্চুরি করবেন।

নারীদের প্রতি যেকোনও ধরনের অন্যায় বেদনাদায়ক: মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট (হি.স.): নারীদের প্রতি যেকোনও ধরনের অন্যায়—অবিচারকে অসহনীয় ও বেদনাদায়ক বলে বর্ণনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেছেন, সংবিধানে নারীদের সমমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ একটি গুরুতর বিষয়। এসব অপরাধ বন্ধ করা দেশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে এর সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এখন এমন পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে যাতে নারীদের জন্য ভীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

হাইলাকান্দিতে লোক আদালত ১৪ সেপ্টেম্বর

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট (হি.স.) : হাইলাকান্দির ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির উদ্যোগে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর হাইলাকান্দিতে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। হাইলাকান্দির জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রাঙ্গনে এই লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ব্যাংক বিদ্যুৎ এবং বিএসএনএল সম্মান দিয়ে মামলা এবং আদালতে বিছারা দিন মামলা আপোষ মীমাংসার দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে। যারা ইতিমধ্যে লোক আদালতের নোটিশ পেয়েছেন বা মামলা নিষ্পত্তির জন্য আগ্রহী তাদেরকে সংস্কৃত আদালতে বা অফিসারের সঙ্গে আগাম যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সচিব এক বিজ্ঞপ্তিতে লোক আদালতের মামলার নিষ্পত্তি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে সহায়তার জন্য ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এব্যাপারে আইনি সহায়তার জন্য আজিজুর রহমান লস্কর (৯৮৫৪৪৬৮৫১৭) এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সচিব

● প্রথম পাতার পর

পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, বন্যার পরবর্তী পরিস্থিতিতে আজ পর্যন্ত ১৮টি বিদ্যুৎ বিভাগে ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী এবং সিপাহীজলা জেলার বেশ কিছু স্থান জলমগ থাকায় বাকি ৬টি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রায় ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জলস্তর কমলে এগুলিও দ্রত পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৪ হাজার ৭৩৪টি বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। ধলাই জেলা, সিপাহীজলা জেলা, গোমতী জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ১৬৩টি বিদ্যালয় এখনও খোলা যায়নি। এছাড়াও গতকাল থেকে রাজ্যের ৯ হাজার ২৭৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পুনরায় চালু করা হয়েছে। রাজস্ব সচিব জানান, সাম্পতিক বন্যার ফলে রাজ্যের শ্রমিকদের জীবনজীবিকা ও আয় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই শ্রম দপ্তর নথিবদ্ধ নির্মাণ শ্রমিকদের ৪ হাজার টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরফলে রাজ্য সরকারের ১৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের ৪২ হাজার ৯৮১ জন নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিক উপকৃত হবেন। রাজস্ব সচিব জানান, বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন এবং এনজিও-র প্রদান করা ত্রাণ সামগ্রী সঠিকভাবে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে বিতরণের জন্য ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তর একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির নেতত্বে রয়েছেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী। এই কমিটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এনজিও-র সঙ্গে একটি সভাও করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব বন্যা কবলিত মানুষের জন্য ত্রাণ সামগ্রী দান করতে আগ্রহী ব্যক্তি, সংগঠন ও এনজিও-কে এই কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের অধিকর্তা জে ভি দোয়াতি এবং পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী।

কংগ্রেসের দখলে

● প্রথম পাতার পর

উপপ্রধান নির্বাচিত করা হয়। গৌরনগর ব্লকের আওতাধীন১৩ আসন বিশিষ্ট শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ৪, সিপিআইএম ৩, ও বিজেপি ৬ আসন দখল করে।

জোট বেঁধে লড়াই করে কংগ্রেস শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েতে জয় হাসিল করে। আজকের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ বদরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। শপথ গ্রহণের পর উপস্থিত শ্রীনাথপুর বাসীর উদ্দেশ্যে প্রধান সুভাষ নমঃ বলেন যে, এই পঞ্চায়েত জনগণের পঞ্চায়েত জনগণের কাজ করার জন্য জনগণ ভোটে নির্বাচিত করেছেন সকলের জন্য দরজা উন্মুক্ত।

যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের লোকজন সহ এলাকাবাসীরা ঘটনার খবর পাঠায় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট রাজেশ"কে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

সেখানে নিয়ে এলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজেশ"কে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে মৃতদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় দেহ। ঘটনায় শোক এলাকায়।

অসম বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাস 'আসাম রিপিলিং অর্ডিন্যান্স ২০২৪' বিল

২০২৬ সাল পর্যন্ত বন্ধ হবে বাল্যবিবাহ, সমাপ্ত হবে কাজিদের কাজ : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বগুয়াহাটি, ২৯ আগস্ট (হি.স.) : অসম বিধানসভায় ধ্বনিভোটে পাস হয়ে গেছে 'আসাম রিপিলিং অর্ডিন্যান্স ২০২৪' বিল। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় ধ্বনীভোটে বিলটি পাস হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত বন্ধ হবে বাল্যবিবাহ, সমাপ্ত হবে কাজিদের কাজ।

গত ২২ আগস্ট রাজ্য বিধানসভার শরৎকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্যের রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের মন্ত্রী যোগেন মোহন 'আসাম মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৩৫' (আসাম মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইন) বাতিল করে 'আসাম রিপিলিং অর্ডিন্যান্স, ২০২৪' পেশ করেছিলেন।

প্রচলিত মুসলিম বিবাহ এবং তলাক প্রথা বাতিল সংক্রান্ত বিলের ওপর বক্তৃতা পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছেন, এই বিলের উদ্দেশ্য হলো বাল্যবিবাহ এবং কাজি প্রথা বাতিল করা, মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনকে সরকারি ব্যবস্থার আওতায় আনা। তিনি বলেন, আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে রাজ্যে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হবে। তবে রাজ্যের বাইরে বাল্যবিবাহ হতে পারে, কিন্তু অসমে বাল্যবিবাহ হবে না।

তিনি আরও বলেছেন, সমস্ত বিবাহ অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে নিবন্ধিত হতে হবে এবং অসম কাজিদের মতো একটি ব্যক্তিগত সংস্থাকে সমর্থন করতে পারে না।বিল বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বিধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, অনেক আরবি পণ্ডিত ও সরকারি শিক্ষক কাজি হিসেবে কাজ করছেন। গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কাজিও একজন শিক্ষক। ফলে কাজি একজন সরকারি ব্যক্তি। তিনি বলেন, অসমে খুব বেশি কাজি নেই। রাজ্যে কাজির সংখ্যা মাত্র ৯০।রফিকুল ইসলামের বক্তব্যের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, '৯০ জন কাজি নিয়ে চিন্তা করবেন না। মুসলিম মেয়েরা কী করে ন্যায় পায় তা নিয়ে ভাবুন। রফিকুল ইসলাম তাঁর দুই মেয়ের ন্যায়ের ব্যাপারে না ভেবে কাজিদের কথা ভাবছেন! চিন্তা করবেন না, আমি কাজিদের দেখভাল করব। কাজিদের কাজকর্ম বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই প্রচলিত আইনটি বাতিল করা হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে আসতে যদি অসুবিধা হয়, তা-হলে আমরা একটি পৃথক মুসলিম সাব-রেজিস্ট্রার অফিস তৈরি করব। যেখানে বিবাহ নিবন্ধন করা যাবে। কিন্তু মুসলিম বিবাহ ও তালাক শুধুমাত্র সরকারি অফিসেই নিবন্ধিত হবে। মুসলিম বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফি প্রতীকীভাবে এক (১) টাকা নেওয়া হবে। বেশি টাকা নেওয়া উচিত নয়। অর্থ উপার্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।'

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব আরও বলেন, 'যেখানে দেশের সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যা, সেই জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি অফিসগুলিতে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধিত হয়। এমন-কি কেরালায়ও সরকারি দফতরে মুসলিম বিবাহ নিবন্ধিত হয়। আমরা কাজিদের এতদিনের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাব। ১০৩৫ সাল থেকে কাজিরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এখন তাঁদের আর এভাবে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।'বিধায়ক করিমউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ বলেন, 'কেবল মুসলিমরাই বহুবিবাহ করেন না, বহুবিবাহ উপজাতি সমাজ এবং চা বাগান এলাকায়ও ঘটে।'করিমউদ্দিনের এই বক্তব্যের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এ ধরনের কথা বলে উপজাতি ও চা বাগানের মানুষের ক্ষোভ বাড়াবেন না। উপজাতি সমাজ এবং চা বাগান এলাকায় বহুবিবাহের প্রচলন নেই। নারীকল্যাণ ও ন্যায়বিচারের কথা ভাবুন। নারী মানে আমার মেয়েরা।'এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মুসলিম বিবাহ ও তালাক প্রথার বাস্তবিকতা সম্পর্কে ২২ আগস্ট বিল পেশ করে মন্ত্রী যোগেন মোহন বলেছিলেন, "প্রচলিত প্রথায় ২১ বছরের নীচে (পুরুষের ক্ষেত্রে) এবং ১৮ বছরের (মহিলার ক্ষেত্রে) ইচ্ছাকৃত ব্যক্তির বিবাহ নিবন্ধনের সুযোগ রয়েছে। রাজ্য জুড়ে নতুন আইন প্রয়োগের ওপর নজরদারি করার জন্য খুব কম বিধান ছিল। এটি আদালতে বিপুল সংখ্যক মামলা পড়েছিল। এছাড়া, বিবাহ এবং তালাক (বিবাহবিচ্ছেদ)-এর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ছিল না। নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক ছিল যা নিয়ম না মেনে চলার অনেক সুযোগ রেখেছিল, বলেছিলেন মন্ত্রী।মন্ত্রী যোগেন মোহন বলেছিলেনন, "এটি একটি প্রাক-স্বাধীনতা আইন যা মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার জন্য তৎকালীন অসম প্রদেশের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।"প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিন 'আসাম মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৩৫' (আসাম মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন আইন) বাতিল করতে মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আপত্তি করে সরকারকে চেপে ধরে এর নিন্দা করেছিলেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এআইইউডিএফ)-এর বিধায়করা।এআইইউডিএফ-বিধায়কদের আপত্তিকে নস্যাৎ করে, একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, 'যতদিন আমি বেঁচে থাকব, অসমে বাল্যবিবাহ চলতে দেব না, এই ব্যবসা বন্ধ করবই। এই ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। এটা সামাজিক কুফল। তা বন্ধ করতে সরকারের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে স্বাগত জানানো উচিত মুসলিমদেরও।'সদিন অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, '১৯৩৫ সালের মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্টে ভয়ংকর একটি অনুচ্ছেদ আছে, তাতে পাঁচ থেকে ছয় বছরের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলমানদেরও ভাবতে হবে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের শৈশবে বিয়ে দেওয়ার পরিণতি কী হতে পারে। একবার বাচ্চাদের কথা ভাবুন। তবে এটা ঠিক, আমি ৫-৬ বছর বয়সি মেয়েদের বিয়ে করতে দেব না।' তিনি বিদ্যমান এই আইনের কয়েকটি কুফল সম্পর্কেও তথ্য তুলে ধরেছিলেন বিধানসভায়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক

● প্রথম পাতার পর

সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রশাসন বিএনএসএস ১৬৩ ধারা (অধুনা ১৪৪ ধারা) জারি করেছিল। প্রসাশনের তরফ থেকে সোমবার বিকাল ৩টায় শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।

গতকাল রাতে পুলিশ কালী মূর্তি ভাঙার পর্বতী হিংসাত্মক ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। এরই প্রতিবাদে আজ সকাল থেকে অসম আগরতলা জাতীয় সড়কে রানীরবাজারে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন প্রমিলা বাহিনী।

এলাকাবাসীদের দাবি, পুলিশ নির্দোষ পাঁচজনকে পুলিশ আটক করেছে। অবিলম্বে তাদের ছাড়তে হবে। পাশাপাশি মূর্তি ভাঙ্গায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি পূরণ না করা হবে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। এ বিষয়ে পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্তে নেমে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে। ওই ঘটনায় আরও আইনী প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে। এরই প্রতিবাদে এলাকাবাসী পথ অবরোধ করেন। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে।

এদিন শ্রী চৌধুরী অবরোধকারীদের বলেন, আইন কানুন মেনেই সরকার চলে। পুলিশকে নিজেদের কাজ করতে দিতে হবে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ও প্রসাশনকে কালিমালিপ্ত করলে চলবে না। আইনের চোখে সবাই সমান, কিন্তু কারোর সাথে অনিয়ম করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধকারীরা সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

নেতাকর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীদের বক্তব্য, মন্ডল যাদের নাম প্রধান,উপ প্রধান মনোনীত করেছেন উনারা এর আগে কলাছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান,উপ প্রধান ছিল। এরা নাকি পঞ্চায়েত চালিয়েছেন দুর্নীতির মাধ্যমে। তাই গ্রামের বিজেপি প্রধান,উপ প্রধান পরিবর্তন চেয়ে অবরোধ তা নাহলে জনগন চালাবে পঞ্চায়েত জানালেন এক অবরোধকারী।

াঙ্গন

জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রেসক্লাব, ক্রীড়া দপ্তরের প্রীতি ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজনে আজ, বৃহস্পতিবার এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ফুটবল টিম, আগরতলা প্রেস ক্লাবের ফুটবল টিমের মধ্যে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ বিকেল সাড়ে ৩টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে, অ্যাস্ট্রোটার্ফে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপভোগ্যকর প্রীতি ম্যাচ হলেও ডি.ওয়াই.এ.এস টিম ২-১ গোলে জয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধেই ডিওয়াইএএস ধীরু দেববর্মার জোড়া গোলে এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আগরতলা প্রেসক্লাবের সন্তোষ গোপ একমাত্র গোলটি করে ব্যবধান কমিয়ে আনে। খেলা শুরুর আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত ভাষণে ডিওয়াইএএস-এর এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে নিয়মিত তা জারি রাখার আহ্বান জানান। এদিকে, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ উনার ভাষণে রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম বলে উল্লেখ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্বাগত ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায়। অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেস ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি কমল চৌধুরী এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য মনীষ লোধ সহ অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ডিওয়াইএএসএর পক্ষ থেকে দু-দলের খেলোয়াড়দের হাতে স্মারক উপহার ও প্রশংসাপত্র তুলে দেন। দু-দলের হয়ে যাঁরা খেলেছেন: ডিওয়াইএএস - রাজকুমার দাস, সুজন সরকার, মানিক সূত্রধর, ধীরু দেববর্মা, সমরজিৎ দেববর্মা, জ্যাকব দেববর্মা, বেণু দেব, রাজেশ রায়চৌধুরী, রতন দাস, জিতেন দেববর্মা, আশিস দেববর্মা, সুশান্ত দেববর্মা, ফনি চাকমা, প্রদীপ দাস, পুরিপ্রসাদ দেববর্মা ও শুভেনজিৎ সিনহা। আগরতলা প্রেসক্লাব: সন্তোষ গোপ, মেঘধন দেব, অনির্বাণ দেব, প্রসেনজিৎ সাহা, সুব্রত দেবনাথ, সুমিত সিংহ, মিল্টন ধর, অনিমেষ শর্মা, অভিষেক দেববর্মা, অরিন্দম চক্রবর্তী, জাকির হোসেন, সুমন সাহা, অলক চৌধুরী, শান্তনু বণিক, বিষ্ণুপদ বণিক, সিশান চক্রবর্তী ও সুপ্রভাত দেবনাথ। প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস কমিটির কনভেনার এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যের সর্বত্রই দপ্তরের উদ্যোগে ক্রীড়া দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপিত হয়েছে। হকির জাদুকর ধ্যান চাঁদের জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটি সারাদেশেই জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। অন্যান্য বারের মতো এবারও আজ, বৃহস্পতিবার জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হয়েছে। গত ২০২৩-২৪ বর্ষের জাতীয় স্তরের খেলাধুলায় সফল খেলোয়াড়দের সংবর্ধিত করা হয়েছে। রাজধানীর এন এস আর সিসি তে আয়োজিত উৎসাহ উদ্দীপনা পূর্ণ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে চীফ মিনিস্টার ডেভেলপমেন্ট স্কিমে খেলোয়ারদের অর্থ রাশিতে সম্মানিত করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন কোচকেও সংবর্ধিত করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সচিব, অধিকর্তা, সহ দপ্তরের আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলায় ফুটবল, ভলিবল, সুইমিং, কাবাডি ও হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগরতলা প্রেসক্লাব ফুটবল টিম ও ক্রীড়া দপ্তরের টিমের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাড়ে তিনটায় এডি নগর পুলিশ হকি গ্রাউন্ডে একটি প্রদর্শনী হকি ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহকুমা এবং জেলা স্তরে ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। এনএসআরসিসি-র বিভিন্ন ইভেন্টের সেন্টারগুলোর পাশাপাশি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল সমূহেও খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাধারঘাটস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিউজিকাল চেয়ার প্রতিযোগিতায় মহিলাদের বিভাগে ভারতী নিগম প্রথম, বনশ্রী দেবনাথ দ্বিতীয় এবং সীমা সাহা তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় পন্ডিচেরিতে ১ম ম্যাচে বিদর্ভে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় প্রথম ম্যাচে পরাজিত ত্রিপুরা। বোলাররা রাজ্য দলকে চালকের আসনে রাখলেও ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় হতাশ ত্রিপুরা শিবির। পুদুচেরিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-২৩ দলের দুই দিনের ম্যাচে। বিদর্ভ বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পরাজিত হলো ৮৫ রানে। বিদর্ভের গড়া ১৮৪ রানের জবাবে ত্রিপুরা মাত্র ৯৯ রান করতে সক্ষম হয়।

প্রথম দিনের দুই উইকেটে ৪০ রান নিয়ে খেলতে নেমে বৃহস্পতিবার দলীয় আরও ১২ রান যোগ করার পরেই ত্রিপুরার শিবিরে নামে ধস। নিচের দিকে ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় এদিন ২২ গজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা।

দ্বিতীয় দিনে ৩৭.৪ ওভার ব্যাট করার ফাকে শেষ আটটি উইকেট হারায় ত্রিপুরা। যোগ করেন ৫৯ রান।

দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান তন্ময় দাস এবং আনন্দ ভৌমিক যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন ততক্ষণ ত্রিপুরা শিবিরে আশার আলো ছিল। তন্ময় ৭৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে এবং আনন্দ ৬৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রানে আউট হওয়ার পরেই ত্রিপুরা শিবির কালো মেঘে ঢেকে যায়। একে একে প্যাভিলিয়নে ফিরতে থাকেন অরিন্দম বর্মন (৪), সপ্তজিৎ দাস (৪), সাহিল সুলতান (০), ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ (১৭), অভিজিৎ দেববর্মা (২), দীপ্তনু চক্রবর্তী (৭) এবং সৌরভ কর (৬ অপ:)। বিধর্মের পক্ষে বান্দর গদমারা ১৩ রানে তিনটি, তেজস সোনি ২৮ রানে তিনটি এবং কৌস্তুভ সালভে ১৭ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিদর্ভের তেজস সোনি। ৩১ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরার দ্বিতীয় ম্যাচ শক্তিশালী বাংলার বিরুদ্ধে। পরাজয়ে হতাশ ত্রিপুরা শিবির কোচ জয়ন্ত দেবনাথ পুদুচেরি থেকে বলেন, ব্যাটসম্যানরা এভাবে হতাশ করবে ভাবতে পারিনি। আশা করি পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াবেই ছেলেরা।

শ্রীলঙ্কায় কমনওয়েলথ দাবায় স্বর্ণপদক ত্রিপুরার বিস্ময় বালিকা অর্শিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দাবাড়ু অর্শিয়ার সাফল্যের মুকুটে জুড়লো আরেকটি রঙ্গিন পালক। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ দাবায় স্বর্ণপদক জয় করল বিস্ময় বালিকা তথা পূর্বোত্তরের প্রথম মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু অর্শিয়া দাস।

অনূর্ধ ১৪ বালিকাদের ব্লিটজ ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয় করে নজির গড়ে হলিক্রস স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীটি। রাজ্যের প্রথম কোনও দাবাড়ু হিসাবে ওই পদক জয় করে অর্শিয়া। পূর্ণেন্দু এবং অর্নিশা দাসের একমাত্র মেয়েটি ৯ রাউন্ডের সাড়ে সাত পয়েন্ট অর্জন করে স্বর্ণপদক জয় করে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শুরু হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্টের খেলা। ওই ইভেন্টেও পদক জয় করা নিয়ে আশাবাদী সোনার মেয়ে অর্শিয়ার। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত আসরে নয় রাউন্ডে একটি ম্যাচে পরাজয়, একটি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ এবং সাতটি ম্যাচে জয় পেয়ে ভারতের পতাকা বিদেশের মাটিতে তুলে ধরলো ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমির ছাত্রীটি নিজের সাফল্যে খুশি। অর্শিয়া চাইছে পরের দুটি আসরে ও ভালো ফলাফল করতে। দিল্লি থেকে ম্যাট্রিক্স চেস আকাডেমির কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত অভিনন্দন জানান অর্শিয়াকে। অর্শিয়ার সাফল্যের রাজ্যের দাবা প্রেমীদের মধ্যেও খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গেছে।এদিকে দুরন্ত সাফল্য অর্শিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা, ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, প্রতীমা ভৌমিক, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। প্রত্যেকেই অভিনন্দন জানানোর পাশপাশি আগামীদিনে যাতে ওর ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয় এর কামনা করেন।

ধর্মনগরেও জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি ধর্মনগর। ২৯ শে আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে এডুকেশন ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো উত্তর জেলাভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া আসর।এতে অংশগ্রহণ করে জেলার বেশ কয়েকটি স্কুলের বিদ্যার্থী খেলোয়াড়রা।এদিন মোট তিনটি পর্যায়ে চলে বিভিন্ন খেলাধুলা।তিনটি ইভেন্ট এর খেলাধুলা শেষে ধর্মনগর টাউন হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের সিলেকশন করা হয়,এবং তাদের হাতে ট্রফি তুলে দেন আয়োজক মন্ডলীবা। শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বিবা বসু গোস্বামী জানান গোটা দেশের সাথে সংহতি রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও সরকারি উদ্যোগে জাতীয় ক্রীড়া দিবস কে সামনে রেখে এই কর্মসূচির হাতে নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার শ্যানন গ্যাব্রিয়েল

ত্রিনিদাদ, ২৯ আগস্ট (হি.স.): আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার শ্যানন গ্যাব্রিয়েল। বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল।

গ্যাব্রিয়েল লিখেছেন, 'গত ১২ বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। ক্রিকেটে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা আমাকে দারুন আনন্দ দিয়েছে।'

অবসর নিলেও গ্যাব্রিয়েল দেশের ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করতে চান। আর তার ইচ্ছা সারা দুনিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে তাঁর অভিষেক হয়েছিল ২০১২ সালে। খেলেছেন ৫৯টি টেস্ট, ২৫টি ওয়ানডে ও ২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। সব মিলিয়ে গ্যাব্রিয়েলের উইকেট ২০২টি।

ঊনকোটির কাঞ্চনবাড়ীতে শুরু হলো ফুটবল টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি কুমারঘাট। সাড়া জাগিয়ে ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ীতে সূচনা হলো ধনসিংহ চৌধুরী ম্যামোরিয়াল নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। স্থানীয় প্লে-সেন্টারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে এই ফুটবলের আসর। কাঞ্চনবাড়ী স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার আয়োজিত উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় ভাই ভাই একাদশ এবং মেইথি ওয়ারিয়র্স। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান শেলী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। খেলার শুরু থেকেই টান টান উত্তেজনায় শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে ম্যাচ। খেলার দ্বিতীয়ার্ধের শেষ মুহূর্তে ভাইভাই একাদশ মেইথি ওয়ারিয়র্সকে এক-শূন্য গোলে হারিয়ে নিজেদের জয় ছিনিয়ে নেয়। উদ্বোধনী পর্বে আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ফুটবল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ন খেলা। এই খেলায় মাঠের গড়িমা অক্ষুন্ন রেখে খেলা চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি।আগামী একমাস পর্যন্ত চলবে এই খেলা। মোট ২২ টি ফুটবল দল অংশ নিয়েছে খেলায়। চূড়ান্ত পর্যায়ের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ান দলের জন্য ৫০ হাজার এবং রানার্স দলের জন্য ২৫ হাজার টাকা এবং ট্রফি তুলে দেওয়া হবে আয়োজকদের তরফে। খেলাকে ঘিরে এদিন বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় এলাকার ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে কমিউনিটি রেডিও'র উপর সচেতনতামূলক কর্মশালা

আগরতলা, ২৯ আগষ্ট : সমাজে স্থানীয় কণ্ঠস্বরকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান করে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিও স্টেশনের অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। কমিউনিটি রেডিও নিয়ে আগরতলায় আয়োজিত দুদিন ব্যাপী কর্মশালার প্রথম দিনে এই বক্তব্যই তুলে ধরেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কমনওয়েলথ এডুকেশনাল মিডিয়া সেন্টার ফর এশিয়ার (সিইএমসিএ) সহযোগিতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক (এমআইবি) মত বিনিময় আলোচনার মাধ্যমে আগরতলায় কমিউনিটি রেডিও নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার প্রথম দিনটি শুরু হয় আজ। কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ ব্যাপারে সকলকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মশালায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিসহ অর্ধশতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

সকাল ১০টায় দিনের কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। সিইএমসিএ''র পরিচালক ড় বি. শাদ্রচ-এর স্বাগত ভাষণে কমিউনিটি রেডিওর সম্ভাবনা অন্বেষণে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও অঙ্গীকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ভারতের কমিউনিটি রেডিও তার ২০ বছরের ঐতিহ্য বহন করছে ও দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন করেছে। এই মাধ্যম সমাজের উন্নয়ন, স্থানীয় চাহিদা মোকাবেলা, পরিষেবা সরবরাহ এবং জরুরীকালীন অবস্থার সময় সহায়তা করার জন্য, সক্রিয় ব্যস্ততা এবং তথ্য প্রচারকে উৎসাহিত করার সময় বিশেষ অপরিহার্য।

মন্ত্রকের সি আর এস বিভাগের প্রকল্প অধিকর্তা অমিত দ্বিবেদী স্বাগত ভাষণে সামাজিক উন্নয়ন ও সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শ্রী দ্বিবেদী কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলির বিস্তৃতি ও প্রচারের জন্য, বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ ভারতের সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলিতে মন্ত্রকের বিভিন্ন উদ্যোগের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলার ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় বিপ্লব হালদার বলেন, কমিউনিটি রেডিও অনেকের কাছে একটি অপরিচিত ধারণা হিসাবে রয়ে গেছে। তবে এর মাধ্যমে স্থানীয় কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরতে এবং সমাজের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। ডাঃ হালদার আগরতলায় ইকফাই ক্যাম্পাসে সিআরএস স্থাপনের বিষয়েও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে মিঃ অমিত দ্বিবেদী কমিউনিটি রেডিওর ধারণা, নীতি নির্দেশিকা এবং কমিউনিটি রেডিও প্রজেক্ট স্কিম এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য এমআইবি এবং সিইএমসিএ কর্তৃক নির্মিত ভারতে কমিউনিটি রেডিও আন্দোলনের উপর তথ্যচিত্রের একটি প্রদর্শনী তুলে ধরা হয়; এতে সারা দেশে সিআর এর বৃদ্ধি এবং প্রভাবের একটি বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে দেবঞ্জনা দেববর্মণ, মহিপাল সিং রাওয়াত, ড় নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, পূজা ও মুরাদা, ড় সঙ্গীতা কাকোটি এবং স্বপ্নালী ভুঁইয়া সহ অনেকে বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও স্টেশন পরিচালনার বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন। তাদের আলোচনায় কনটেন্ট তৈরি, কমিউনিটির সম্পৃক্ততা এবং সিআর উদ্যোগের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের ওপর আলোকপাত করা হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: বৃহস্পতিবার উদয়পুরের শিক্ষক অভিজিৎ খুনকান্ড এবং আর জি কর ঘটনার প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি এইচ বি রোড। রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গে দুটি বর্বরোচিত খুনকান্ড সংঘটিত হয়েছে। এরই প্রতিবাদে এদিন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি এইচবি রোড-এর উদ্যোগে মৌন প্রতিবাদ মিছিলটি সংঘটিত হয়েছে।

এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলটি মেলারমাঠ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে। এদিনের মৌন প্রতিবাদ মিছিল থেকে দুটি খুনের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক স্বাস্থ্যের দাবি জানানো হয়েছে।

বন্যা পীড়িত মানুষের পাশে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের এলামনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: বৃহস্পতিবার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের এলামনির সদস্যরা করবুক সাব ডিভিশনের চেলাগাং এলাকায় বন্যা পীড়িতদের মধ্যে রান্নার সামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ করেন। সেখানে প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং এলামনির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যানিকেতনের এলামনির সভাপতি ড: বিন্দু পাল জানান, আগামীদিনেও আমরা বিপন্ন মানুষের পাশে থাকব।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার্থে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দিচ্ছেন কুক ওয়েলের কর্মকর্তারা

নথিভুক্ত ৪২৯৮১ জন নির্মাণ শ্রমিককে চার হাজার করে আর্থিক সাহায্যে ১৭,১৯,২৪ হাজার ব্যয় : ভগবান

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: রাজ্যের নথিভুক্ত ৪২,৯৮১ জন নির্মাণ শ্রমিককে চার হাজার করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছে ত্রিপুরা সরকারের। এর জন্য ব্যয় হবে ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানালেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক ভগবান দাস।

এদিন তিনি বলেন, টানা বৃষ্টিপাতে রাজ্যে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই রাজ্য সরকারের ত্রান তহবিলে অর্থ দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বন্যায় দূর্গতদের সাহায্য করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকার নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকদের মাথাপিছু চার হাজার করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা দিয়েছে। তার জন্য সরকারের ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর কথায়, সাধারণ থেকে অতি সাধারণ পরিবারের শ্রমিকদের এই অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে। পশ্চিম জেলায় ১৩১৪৮ জন নথিভুক্ত শ্রমিক রয়েছেন। তেমনি, সিপাহীজলা জেলায় ৫৮৯৯ জন, গোমতী জেলায় ৫৬৫৮ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৪১৩৩ জন, খোয়াই জেলায় ৪৫২৯ জন, ধলাই জেলায় ৩৫৯২ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩৪৬১ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২১২১ জন নথিভুক্ত শ্রমিক রয়েছেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের সাংবাদিকদের বিশেষ আর্থিক সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি টি জে ইউ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের সাংবাদিকদের বিশেষ আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি লিখে দাবি জানালেন টি জে ইউ-এর রাজ্য সভাপতি প্রনব সরকার।

এদিন চিঠিতে তিনি লিখেন, রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে আপনার নেতৃত্বে প্রশাসনের ভূমিকা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। আপনি নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে, এবারের বন্যায় সব অংশের মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে সারা রাজ্যের সাংবাদিকদের একটা বড় অংশেরও পরিবার প্রিয়জন নিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সন্মুখীন হতে হয়েছে।

আগরতলা এবং সেই সাথে বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের অনেকের বাড়িঘর কার্যত ধ্বংস হয়ে গেছে, জলের নিচে চলে গেছে। অনেককে বাধ্য হয়ে পরিবার নিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

তিনি আরও লিখেন, ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারদের। এরকম অবস্থায় প্রশাসনিক স্তরে মহকুমা ভিত্তিক সার্ভে করে রাজ্যের বন্যা বিধ্বস্ত সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য আপনার কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। সাংবাদিকদের প্রতি আপনার সহৃদয় মানসিকতা বরাবরই প্রত্যক্ষ করেছে সংবাদ মহল। বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ আর্থিক অনুদান প্রদান করা না হলে, ভবিষ্যতে বন্যা আক্রান্ত সাংবাদিকরা পরিবার নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে এক নিদারুণ অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে হবে। তাই পৃথকভাবে সাংবাদিকদের জন্য আর্থিক অনুদানের ঘোষণা দেওয়ার জন্য আপনার কাছে বিনম্র অনুরোধ জানিয়েছেন।

জুয়ার কবলে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: জুয়ার কবলে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম টোটন সাহা(৪৫)। ঘটনা আগরতলা ভট্টপুকুর কালিটিলা এলাকায়।

জানা গেছে এই ব্যক্তি জুয়ার কবলে পড়ে নিজের একমাত্র সম্বল ভিটেমাটি পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। জুয়া ও নেশার কারণে বিয়ের কয়েক বছর পরেই সন্তান''কে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায় স্ত্রী। এমনকি গত ছয় সাত মাস আগে ভিটে মাটি বিক্রি করে ভাড়া থাকতে শুরু করে টোটন। গতকাল রাতে সবার অলক্ষ্যে ঘরের ভেতর নিজেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আজ সকালে তার সাড়া শব্দ না পেয়ে ডাকতে শুরু করেন প্রতিবেশীরা। এরপর দরজা খুলে প্রবেশ করতেই টোটন সাহার অচৈতন্য দেহ দেখে হতবাক হয়ে পড়েন তারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে এসে মৃতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতাল মর্গে।

গাঁজা উদ্ধার বিএসএফ জওয়ানের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আখাউড়া চেকপোস্ট এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

পৃথক অভিযানে বিএসএফ সৈন্যরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিওপি বামুটিয়া এলাকা থেকে এবং সিপাহীজেলার বিওপি রহিমপুর এলাকা থেকে ২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

বন্যার জেরে মৃতদের পরিজনদের ব্যক্তিগত তরফে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করবেন প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: ভয়াবহ বন্যার জেরে ভূমিধ্বসে মৃত্যু হয়েছে ১৪ বছরের নাবালক ধীরেশ দেববর্মার। বৃহস্পতিবার তার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে চাম্পলাই ভিলেজে গেলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। পাশাপাশি বন্যায় মৃতদের পরিজনদের হাতে ব্যক্তিগত তরফে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন।

এদিন পরিদর্শনকালে প্রদ্যুৎ কিশোর মৃত নাবালকের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, সরকারের তরফ থেকে মৃতদের ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি ঘরের মেরামতের জন্য আলাদা করে টাকা দেওয়া হবে। পাশাপাশি এই ভয়াবহ বন্যায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিজনদের তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করবেন।

খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট : খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে বৃহস্পতিবার আগরতলায় ছাত্র যুব ভবনে শহীদান দিবস পালন করে বাম ছাত্র যুব সংগঠন। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন দিলীপ, তরুণ, অরবিন্দ। পাশাপাশি ১৯৯০ সালের গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে ঘাতক বাহিনীর হাতে শহীদ হন রাজ্যেশ্বর, সুমিত্রারা।

তাদের স্মরণে বৃহস্পতিবার আগরতলায় ছাত্র যুব ভবনে বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে শহীদান দিবস পালন পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল দিলীপ তরুণ অরবিন্দদের। এছাড়া আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৯০ সালে প্রাণ হারিয়েছিলেন রাজেশ্বর সুমিত্রা। তাদের চির স্মরণীয় করে রাখতেই ছাত্র যুব ভবনে শহীদান দিবসের আয়োজন করা হয়।

গ্রেপ্তারের পরদিনই থানা থেকে মুক্ত কুখ্যাত চোর, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: এক কুখ্যাত চোরকে আটক করেও পরদিন থানা থেকে মুক্ত চোর। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসীরা।ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, রাজধানী আগরতলা শহরের ভাটি অভয়নগর দাসপাড়া এলাকার জহর মিয়ার বাড়িতে গত কিছুদিন আগে বন্যায় জল উঠেছিল। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে জহর মিয়া পরিবারের সবাইকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী আশ্রয় কেন্দ্রে চলে যান। তড়িঘড়ি করে আসার সময় জহর মিয়া এবং উনার ছেলে সমস্ত টাকা পয়সা সহ স্বর্ণালংকার ঘরের উপরে রেখে আসেন। জল কমে গেলে একদিন পর ঘরে ফিরে আসে সবাই।ঘরে ফিরেই জহর মিয়া সহ উনার পুত্রবধূ দেখতে পায় রেখে যাওয়া আনুমানিক এক লক্ষ টাকা এবং প্রায় দুই ভড়ি স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। এলাকাবাসীরা ফারুক মিয়া ওরফে ছুটনকে রামনগর ফাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ অভিযুক্ত ফারুক মিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে পরদিন থানা থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়। সেদিন রাতেই অভিযুক্ত ফারুক মিয়া তার দলবল নিয়ে জহর মিয়ার বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং উনার স্ত্রীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সকালে জহর মিয়া সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে গোটা ঘটনাটি তুলে ধরতে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সাতচাঁদ ব্লকে পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিতদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লক অন্তর্গত সাতচাঁদ পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত সদস্য সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন পিডাব্লিউডি দপ্তরের এসডিও ধ্রুবজ্যোতি দেবনাথ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক বিপুল ভৌমিক, খোকন দে, মানিক ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।আজ এই অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথি ও নবনির্বাচিত সদস্যদের রিসা পড়িয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছে।সাতচাঁদ পঞ্চায়েতের ৯ জন সদস্যের মধ্যে প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রাজীব দাস এবং উপ-প্রধান হিসেবে অর্জুন ভৌমিক এবং বাকিরা সভায় মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। আজ এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কে কেন্দ্র করে এই এলাকার সকল অংশের জনগণের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা পেতে কচিকাঁচাদের সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ আগস্ট: বন্যা পরবর্তী সময়ে নানা রোগের পাদুর্ভাব দেখা দেয় সর্বত্র। জলবাহিত রোগ, পতঙ্গবাহিত রোগ, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়ার মত নানান রোগের আক্রমণ শুরু হয় চারিদিকে। এই সময়ে আমাদের কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, তানিয়ে রীতিমতো বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করল খুদে কচিকাঁচারা।

বিলোনীয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রিদভান একাডেমির ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে একটি সচেতনতামুলক র‍্যালি করে। এরপর নিজেদের হাতে আকা প্লেকাড নিয়ে পৌছে যায় শহরের বিভিন্ন অলিগলির বাড়িতে বাড়িতে। সেখানে মানুষকে ডেকে এনে জোরো করে বুঝিয়ে দেন জল কীভাবে ফুটিয়ে পান করবেন। কীভাবে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবেন। চারপাশ কেন পরিস্কার রাখতে হবে, কোথাও যাতে জল না জমতে পারে, সেটাও এই খুদে বাচারা বুঝিয়ে বলতে দেখা যায় মানুষকে।

এই কর্মসূচি কথা শুনতে পেয়ে এইদিন বাচ্চাদের উৎসাহ দিতে ছুটে আসেন দক্ষিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য। আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস। প্রচার অভিযানে বাচ্চাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের প্রচার লিফলেট। যা গ্রামের মানুষের মধ্যে বিলি করা হয় ছাত্রদের পক্ষ থেকে। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক পরে খুদে শিশুদের উতসাহ দিতে কথা বলেন তাদের সাথে। গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল রাকেশ দেব জানান- বন্যায় দুর্গতদের সহায়তায় কম্বল, খাদ্য সামগ্রী বিতরন করার পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে এই প্রচার চালানোর মুল উদ্যেশ্য হল, তাদের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা, এবং তাদের নিজেদের ও এই বিষয়ে সজাগ করে তোলা।

এইদিনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া লক্ষ করা যায় সাধারন মানুষের মধ্যে। ছাত্র ছাত্রীও এই প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নিতে পেরে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করে।

ফুটপাত খালি করতে সাত দিনের সময় বেঁধে দিলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: অবলা চৌমুহনি থেকে আই জি এম চৌমুহনি পর্যন্ত যে সমস্ত অনুমোদনহীন ভ্যান্ডার রয়েছে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিগম। আগামী সাত দিনের মধ্যে ফুটপাত, সরকারি জায়গা, রাস্তা দখলমুক্ত করতে হবে। আজ উচ্ছেদ অভিযানে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

আজ নিগম কমিশনার ও ট্রাফিক এসপিকে সাথে নিয়ে উচ্ছেদ অভিযানে নামলেন মেয়র।এদিন তিনি বলেন, ক্রীড়া দপ্তরের কর্তৃক স্টলগুলি উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের গ্যালারির নিচে দেওয়া হয়েছে। সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে স্টলের সঙ্গে যে ফুটপাত আছে এতেও পন্য সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যাপারে আগরতলা পুর নিগমের কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করবে এবং ফুটপাতে বেদখল করা হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, নিগমের তরফ থেকে প্রতিনিয়ত শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয়। কিন্তু তারপর জনগণ সরকারি জায়গায় দোকানপাট গড়ে তুলেন।

আসন্ন দূর্গোৎসবকে সামনে রেখে নিগমের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: বিজয়া দশমীর পরের দিন প্যান্ডল ভেঙে দিতে হবে। অন্যথায় পুর নিগম কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই তা ভেঙে দিতে বাধ্য হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদারের।

আসন্ন দূর্গোৎসবকে সামনে রেখে পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এক বৈঠকের আয়েজন করা হয়েছে। আজকের এই বৈঠকে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, আসন্ন দূর্গা পূজোর সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দশনার্থীরা আসবেন পূজোর আনন্দ উপভোগ করতে। পূজোর আনন্দ উপভোগ করতে আগত দর্শনার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে পুজো দেখতে পারে সে ব্যাপারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, গত বছর সব মিলিয়ে ৪টি জোনে ৩৭০টি ক্লাব এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থাকে পূজার অনুমতি প্রদান করা হয়। এই বছর ও বিভিন্ন ক্লাব এবং সামাজিক সংস্থাকে পূজার অনুমোদন দেওয়ার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে।তাঁর কথায়, সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্যান্ডেল নির্মানে অনুমতি সংগ্রহে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও ক্লাবগুলিকে শর্ত পালন করতে হবে। সেগুলো হল, প্যান্ডেল নির্মানে জন সাধারনের চলাচলে কোন প্রকার সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে না। কোন অবস্থাতেই পীচ রাস্তায় কোন প্যান্ডেল বা গেইট করা যাবে না।

পূজা উদ্যোক্তাদের অগ্নি নির্বাপক দপ্তর, বিদ্যুৎ নিগম, পিডাব্লিউডি এবং ট্রাফিক দপ্তরের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে। প্যান্ডেল নির্মানের সময় কোনো প্রকার সরকারী সম্পদের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরন সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্যোক্তাদের দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, যদি প্যান্ডেলের উচ্ছতা ২০ ফুট এর অধিক হয় তাহলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুমোদন নিতে হবে। বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন থেকে সরাসরি ৮ফুট দূরত্বে প্যান্ডেল নির্মান করতে হবে। অ-স্বীকৃত ভ্যান্ডারদের কোনো ও অবস্থাতেই স্টল খোলার অনুমোদন প্রদান করা হবে না। পুর নিগম এলাকায় কোনও স্টল খোলার প্রয়োজন হলে পুর নিগম কর্তৃপক্ষ এর তদন্ত করবে এবং স্টল খোলার পরিপেক্ষিতে যদি পথ চলতি মানুষ, যানবাহন ইত্যাদি চলাচল এর অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে কোন ও প্রকার অনুমতি প্রদান করা হইবেনা। পূজা স্থান ও তার আশপাশ এলাকা প্রতিদিন পরি ব পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ট্রাফিকের সমস্যা হতে পারে এমনভাবে ফ্লাডলাইট লাগানো যাবেনা।পাশাপাশি, রোড ক্রসিং ও ওভার হেড গেইট নির্মানের ক্ষেত্রে ট্রাফিক, পূর্ত দপ্তর এবং অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মঞ্জুরি সহ পুর নিগমের আগাম অনুমতি নিতে হবে। প্যান্ডেল সঠিক ভাবে নির্মিত হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে ডিগ্রিপাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের কাজ থেকে সংগ্রহিত শংশাপত্র আবেদন পত্রের সঙ্গে দিতে হবে। শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও রক্তদান সংক্রান্ত শ্লোগান ইত্যাদি সম্বলিত ফেস্টুন পূজা প্রাঙ্গনে লাগানো যেতে পারে।তাছাড়া, বিজয়া দশমীর পরের দিন প্যান্ডেল ভেঙ্গে দিতে হবে অন্যথায় পুর নিগম কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই তা ভেঙ্গে দিতে পারে। এর জন্য যে অর্থ ব্যায় হবে তা সংশ্লিষ্ট পূজা উদ্যোক্তাদের বহন করতে হবে। পুর নিগমের অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের পূজা প্যান্ডেলের কাজ আরম্ভ করা যাবেনা। সকল পূজা প্যান্ডেলের দূর্যোগ মোকাবিলার সবধরনের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত থাকতে হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।